NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ৪৭৪ টি রাজনৈতিক দলকে ডিলিস্ট করল নির্বাচন কমিশন

মাকাউটে আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের তোপ ২

কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৪ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১০২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.09.2025, Vol.19, Issue No. 102, 8 Pages, Price 3.00

মৃত্যুর অতলে ঝাঁপ, চিরস্তব্ধ জুবিন

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর: সঙ্গীত জগতে ফের নক্ষত্রপতন। প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ। সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সমুদ্র থেকে গায়ককে উদ্ধার করে সিঙ্গাপুর পুলিশ। নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ ঘটেছে দুর্ঘটনা। মৃত্যুকালে জুবিন গর্গের বয়স হয়েছিল ৫২।

গায়কের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকপ্রকাশ করেছেন পাপন, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, র‍্যাপার বাদশা, অমল মালিক, বিশাল মিশ্র, দেব, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়-সহ বিনোদুনিয়ার আরও অনেকেই।

রিপোর্ট অনুযায়ী সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়েই গুরুতর জখম হন অসমের কিংবদন্তি গায়ক তথা ইয়ুথ আইকন জুবিন গর্গ। তাঁকে তড়ঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, শেষরক্ষা হয়নি। জুবিন সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গীত, শিল্পকলা-সহ, নানা রীতিনীতিকে তুলে ধরা হয়। তাঁর অনুরাগীরা অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেও তাঁর সুরেলা কণ্ঠে গান শুনবেন বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। দুর্ঘটনায় অকালেই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল বলিউড থেকে টলিউড কাঁপানো গায়কের আওয়াজ।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ঠিক আগেরদিনই জুবিনের তরফে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করা হয়েছিল। সেই পোস্টে আজ থেকে সিঙ্গাপুরে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানে সকলকে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন জুবিন। তাঁকে পোস্ট করা ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, 'বন্ধুরা আমি জুবিন গর্গ, বলিউডের, অসমের। আমি সিঙ্গাপুরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠান নিয়ে। এটা শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানও বটে। আমরা বিভিন্ন স্থানে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে থাকি। এবারে সিঙ্গাপুরকে বেছে নিয়েছি। আমি সেখানে থাকব, আমি পারফর্ম করব, তোমাদের সঙ্গে কথা বলব, তোমাদের সঙ্গে থাকব। অনেক ভালবাসা সিঙ্গাপুর।'

সূত্রে খবর, সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়ে স্কুবা ডাইভিং করতে যান তিনি। ঠিক সেসময়েই বিপত্তি ঘটে! জানা গিয়েছে, স্কুবা ডাইভিং করার সময়ে আচমকাই অনেকটা সময় অচৈতন্য অবস্থাতেই সমুদ্রের জলে ভেসেছিলেন। খবর পেয়েই, সিঙ্গাপুর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সমুদ্র থেকে গায়ককে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁকে রাখা হয়েছিল আইসিইউতে। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জুবিন গর্গ।

প্রসঙ্গত, জন্মসূত্রে অসমের হলেও বলিউডে বেশ পরিচিত নাম জুবিন। গান গেয়েছেন 'ফিজা', 'গ্যাংস্টার', 'রাজ', 'থ্রিডি', 'কৃষ থ্রি'র মতো সিনেমায়। বাংলা চলচ্চিত্রেও একাধিক গান গেয়েছেন তিনি। রংবাজ, খিলাড়ি, খোকা ৪২০-এর মতো সিনেমায় দিয়েছেন কণ্ঠ। অহমিয়া ছবিতে গানের পাশাপাশি অভিনয়ও করেছেন তিনি। তবে বছরখানেক ধরেই শরীর ভালো যাচ্ছিল না জুবিনের। গায়কের ঘনিষ্ঠমহলও একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে অত্যাধিক মদ্যপানের অভিযোগ তুলেছে। যার জেরে তাঁর একাধিক শো-ও বাতিল সাম্প্রতিক অতীতে।

অসমের জোড়হাটে জুবিনের আদিবাড়ি। অহমিয়া, হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে প্রায় ৩৮ হাজার গান রেকর্ড করেছেন তিনি। তিন দশকের কেরিয়ারে ৪০টি ভিন্ন ভাষায় গান গাওয়ার রেকর্ডও রয়েছে তাঁর। উল্লেখ্য, একাধিকবার নানা কর্মকাণ্ডের জেরে বিতর্কেও জড়িয়েছিলেন জুবিন গর্গ। তবুও গায়ক হিসেবে শ্রোতামহলে তাঁর জনপ্রিয়তায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। শুক্রবার তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকস্তব্ধ সঙ্গীতজগৎ।

মেয়াদ বাড়ল ভাতা স্থগিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি চাকরিহারাদের ভাতা মামলায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ আরও বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার আদালতের নির্দেশ, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেওয়া যাবে না কোনও ভাতা। প্রসঙ্গত, বাড়িতে বসে বসে বেতন কেন দেওয়া হবে, এই নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা।

এদিকে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যারা গ্রুপ সি-তে কর্মরত ছিলেন তাদের ২৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে এবং যারা গ্রুপ ডি-র কর্মী ছিলেন তারা ২০ হাজার

চাকরিহারা গ্রুপ সি-ডি

টাকা ভাতা পাবেন। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই এর বিরোধিতায় মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হারই এজলাসে। সেই সময়ই আদালত স্পষ্ট করেছিল, কোনওভাবেই এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। আর এই সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়।

এদিকে, এই মামলায় প্রথমেই কলকাতা হাইকোর্ট প্রশ্ন তুলেছিল, যাদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার তারা কীসের ভিত্তিতে এই টাকা পাবেন এবং ২৫ হাজার বা ২০ হাজার টাকার অঙ্কটাও কী ভিত্তি নির্ধারিত হল তা নিয়েও। একইসঙ্গে হাইকোর্ট এও জানতে চায়, সরকার ঠিক কী ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে ব্যাপারেও। কারণ, যাদের আর্জি সুপ্রিম কোর্টও গ্রহণ করেনি তাদের কেউ কেন ঘরে বসে টাকা পাবে তাও রাজ্য সরকারের থেকে, এই নিয়েই আপত্তি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের।

জয়ী এবিভিপি

■ **ভোটগ্রহণ হয়েছিল বৃহস্পতিবার। শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ফল ঘোষণা হল। কংগ্রেস প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই সভাপতি (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-কে হারিয়ে সভাপতি পদ পুনর্দখল করল সঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি (অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ)। সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদ দু'টিও গিয়েছে এবিভিপির ঝুলিতে। অন্য দিকে, সহ-সভাপতি পদে এবিভিপি প্রার্থীকে হারিয়েছেন এনএসইউআই প্রার্থী।**

জীবনযাত্রা সহজ করবে জিএসটি ২.০: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: সর্বশেষ জিএসটি সংস্কারগুলো শুধুই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়, বরং জীবনযাত্রার সহজতা, ব্যবসা করার সহজতা এবং বিনিয়োগের সহজতা বাড়ানোর জন্য সাহসী পদক্ষেপ। শুক্রবার এমনটাই জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেন, 'প্রতিদিনের খাদ্যপণ্য ও প্যাকেজিং-এর উপর কর হার কমানোর মাধ্যমে এই সংস্কারগুলি মুদিখানার সামগ্রী আরও সুলভ করে তুলবে, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পকে শক্তিশালী করবে, কৃষকদের সহায়তা করবে এবং বৈশ্বিক খাদ্য প্রতিযোগিতায় ভারতের অবস্থান উন্নত করবে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ানের লেখা একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, উৎসব মরশুমের আগে, বাজারে বিক্রি হওয়া ৯০ শতাংশেরও বেশি পণ্যের দাম কমবে জিএসটি ২.০ সংস্কারের ফলে। মন্ত্রীর এই প্রবন্ধের উল্লেখ করেই এদিন এক্স-এ জিএসটি সংস্কার নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দেন প্রধানমন্ত্রী।

আল্ট্রা-পাস্তুরিত দুধ, প্যাকেটজাত পনির এবং সব ধরনের সাধারণ ভারতীয় রুটি এখন ০ শতাংশ জিএসটির আওতায়। অধিকাংশ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য যেমন বিস্কুট, নোনতা খাবার, ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল এবং কফি-তে কর হার ৫ শতাংশ রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য খাদ্যকে সুলভ রাখা, শ্রেণিবিন্যাস ও হারের স্পষ্টতা নিশ্চিত করা এবং শিল্পকে মান ও উৎপাদনের মাত্রায় মনোযোগী হতে সহায়তা করা। প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, এই পরিবর্তনগুলি এমন সময় আসছে যখন ভারতের খাদ্য খাত ঐতিহাসিক সম্প্রসারণের পথে, যার পেছনে রয়েছে বাড়তি আয়, নগরায়ণ এবং তরুণ, স্বাস্থ্য-সচেতন ও সুবিধাবাদী জনগোষ্ঠী।

গৃহস্থালির জন্য এর প্রভাব তাৎক্ষণিক। ০ শতাংশ বা ৫ শতাংশ করহার মাসিক খরচ কমিয়ে দেবে, স্বাস্থ্যবিধি বা পুষ্টিতে ছাড় না দিয়েই। প্রতিদিনের খাদ্যপণ্যে কম পরোক্ষ কর মানে প্রতি মাসে হাতে আরও খরচযোগ্য অর্থ। প্রতিযোগিতার ফলে দাম সামঞ্জস্য হলে ভোক্তারা আরও বিকল্প পাবেন। পুষ্টিবর্ধিত, রেডি-টু-কুক ও রেডি-টু-ইট খাদ্য, যা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই।

প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, এমএসএমই ও কৃষকরাও উপকৃত হবেন এই জিএসটি হ্রাস থেকে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কৃষকদের আয়কে জাতির পুষ্টির সঙ্গে যুক্ত করে। সুলভ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সারা বছর দুধ, শস্য, ফল ও মশলার চাহিদা বাড়ায়, অপচয় কমায় এবং কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

ধ্বংসস্তূপের নীচে ১৬ ঘণ্টা পর প্রাণ-সন্ধান

উত্তরাখণ্ড

দেরাদুন, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাখে হরি মারে কে! ১৬ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকার পর জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হল এক যুবককে। বুধবার গভীর রাতে উত্তরাখণ্ডের চামোলির নন্দনগরে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানের জেরে চারটি গ্রাম ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩০টিরও বেশি বাড়ি ভেঙে পড়ে। অনেক বাড়ি হড়পা বানে ভেসে যায়। ১৪ জন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর থেকে গত দু'দিন ধরে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং স্থানীয় প্রশাসন। ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তার তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। সেই তল্লাশি চালানোর সময় ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে এক যুবককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আরও কেউ জীবিত অবস্থায় ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন কি না, তৎপরতার সঙ্গে সেই খোঁজ চালানো হচ্ছে।

নন্দনগরে উদ্ধারকাজ দ্বিতীয় দিনে পড়ে শুক্রবার। উদ্ধারকারীরা জানাচ্ছেন, তাঁরা যখন ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দেখছিলেন, সেই সময় কারও ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজের গতি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশাল বড় কংক্রিটের চাঙড়ের নীচে চাপা পড়েছিলেন ওই যুবক। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, কুন্তারি এবং ধুরমা গ্রামে ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, সেই খোঁজও চালানো হচ্ছে।

বেআইনি নিয়োগের চাপ দিতেন পার্থরাই

সাক্ষ্য প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার থেকে আলিপুর কোর্টে শুরু হল এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, এসপি সিন্‌হাদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ার ট্রায়াল শুরু হয়েছে এদিন। প্রথমদিন সাক্ষ্য দেন এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। তবে শুক্রবার এক ভয়ঙ্কর অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মুকুল রায়রা বেআইনিভাবে নিয়োগের জন্য চাপ দিতেন! তবে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে 'ক্লিনচিট' দিয়েছেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এসএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। তৎকালীন গভর্নর তাঁকে এসএসসি পদের দায়িত্ব দেন। ২০২৩ সালের ২৫ অক্টোবর তিনি সেই পদ ত্যাগ করেন। চার বছর কিংবা তার বেশি এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান পদে তিনি চাকরি করতে পারবেন এমনটাই বলা হয়েছিল তাঁকে। তবে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল আদালতে এদিন দাবি করেন, তাঁর উপর মুকুল রায় এবং 'পরোক্ষ ভাবে' পার্থ চট্টোপাধ্যায় চাপ তৈরি করেছিলেন। বেআইনি নিয়োগের জন্য তাঁকে একদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতেও ডাকা হয়। তাঁর দাবি, তিনি চাপ নিতে না পেরে অবশেষে ইস্তফা দেন। তবে ইস্তফার জন্য কোনও কারণ তিনি দেখাননি সেই সময়। তিনি আরও দাবি করেন, এসএসসি-র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের বিষয়ে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে এদিন আদালতে ৮ জন সাক্ষীর নাম জমা করেছে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, এদিন একাদশ-দ্বাদশ, নবম দশম, গ্রুপ সি মামলার ট্রায়াল শুরু হয়। শুক্রবার বিচারক বিশ্বরূপ শেঠের এজলাসে সাক্ষ্য নেওয়া হয় এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যানের। এদিন বিচারপ্রক্রিয়ার প্রথম শুনানিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। সিবিআই ৮ জন সাক্ষীর নাম জমা করে। এদিন সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে আইনজীবী জানিয়েছেন। এদিন থেকে ট্রায়াল শুরু হয়েছে। একই দিনে তিনটি মামলার ট্রায়াল চলবে।

এদিনের শুনানিতে সওয়াল জবাব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন, '২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ম্যানুফেস্টো কমিটিতে আপনি সদস্য ছিলেন?' এর উত্তরে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল জানান, 'হ্যাঁ।'

এরপরেই পার্থর আইনজীবী জানান, '২০১৯ সালে আপনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন?' উত্তরে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল জানান, হ্যাঁ। ২০১৯-এর ১২ই অগস্ট বিজেপিতে যোগ দিই।' এরপরই পার্থর আইনজীবী বলেন, 'তাহলে ২০২২ সালে যখন দু'বার আপনাকে সিবিআই ডেকে পাঠায়। তখন আপনি বিজেপিতে ছিলেন? অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বার্থেই আপনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।'

উত্তরে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল জানান, 'না।'এরপরই পার্থর আইনজীবী জানান, 'আপনাকে যখন টেলিভিশন চ্যানেল কিংবা সংবাদপত্রে দেখা যেত আপনি বিজেপির হয়ে মুখপাত্রের কাজ করতেন?' এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল জানান, 'না আমি এসএসসির বিশেষজ্ঞ হিসেবে কথা বলতাম।'

'অনুদান জনগণের ট্যাক্সের টাকা, তৃণমূলের পৈতৃক নয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দকুমারের তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দে-র মন্তব্যকে ঘিরে উত্তাল রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে সরকারি অনুদান ঘোষণা করেছেন। আর সেই অনুদান নিয়ে বিধায়ক সুকুমার দে-র বক্তব্যে কার্যত ফুঁসে উঠলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলির সরকারি অনুদান দিচ্ছেন, এই টাকা রাজ্যের জনগণের করের টাকা। কিন্তু নন্দকুমারের বিধায়ক সুকুমার দে যেভাবে ক্লাবগুলিকে ধমকাচ্ছেন, মনে হচ্ছে অনুদানের টাকা যেন ওনাদের পৈতৃক সম্পত্তি। বিধায়ক সুকুমার দে'র বক্তব্য যেহেতু অনুদানের টাকা সরকার দিচ্ছে, সেহেতু ক্লাবগুলিকে পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি লাগাতেই হবে বাধ্যতামূলকভাবে, এবং তিনি তাঁর বিধানসভার অধীনস্ত সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ক্লাবগুলির পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখবেন। তার কথামতো যদি কোনো মণ্ডপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি না থাকে, তাহলে সেই ক্লাব যাতে আগামী বছর অনুদান না পায় সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন।'

এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর কড়া বার্তা, 'নন্দকুমারের বিধায়ককে আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সরকার অনুদানের যে টাকা ক্লাবগুলিকে দিচ্ছে সেটা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের ট্যাক্সের টাকা, আপনার দলের টাকা নয়, তৃণমূলের কোনো নেতার পৈতৃক টাকা নয়। আর আগামী বছরের ব্যাপার আগামী বছর দেখা যাবে। আপনার দল সরকারে থাকবে না, আগামী বছর আপনিও এক্স এমএলএ হবেন আর আপনার মালিকও এক্স হবেন। তাই ক্ষমতার দম্ভে হুমকি, আস্ফালন দেখানোর আগে ভালো করে ভেবেচিন্তে কথা বলুন।'

নিম্নচাপের ইঙ্গিত, দেবীপক্ষের শুরুতেই বৃষ্টির কাঁটা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাল মহালয়া। তারপর শুরু দেবীপক্ষের। একইসঙ্গে শুরু প্যান্ডেল হপিংও। তবে এতে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। কারণ, মৌসম ভবন আগামী দুই সপ্তাহের পূর্বাভাসে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির ইঙ্গিত দিয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহের শুরুর দিকেই এই নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। যদিও উত্তর বঙ্গোপসাগরে ওড়িশা উপকূলে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা বেশি। এবারের পুজোয় খলনায়ক হয়ে উঠেছে ঝাড়খণ্ডের ঘূর্ণাবর্ত। সেই কারণেই উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সিকিম, ভুটানের নদীগুলিতে বাড়ছে জলস্তর।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, মহালয়ার দিন বেশিরভাগ জেলার বেশিরভাগ অংশেই আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে রাজ্যে। বিকেল বা সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। রাজ্যের কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আজ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার দু-এক জায়গায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। এরপর রবিবার, মহালয়ার দিন সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ ও আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকলেও, দুপুরের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশ কিছু জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গল ও বুধবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে এদিন থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলার কিছু এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে।

নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা অভিযান অব্যাহত, ৪৭৪টি রাজনৈতিক দলকে ডিলিস্ট করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন টানা ছয় বছর কোনও ভোটে না লড়া আরও ৪৭৪টি নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি সহ ১২ টি দল রয়েছে। এর ফলে এই সব দল বরাদ্দ প্রতীক, করছাড়-সহ স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সুবিধাগুলি আর পাবে না। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে থাকলে সুবিধা পাওয়া যায়। তবে নিয়ম অনুযায়ী টানা ছয়বছর কোনও নির্বাচন না লড়লে সেই দলকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই নিয়ে গত দুই মাসে মোট ৮০৮টি দলকে কমিশনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, আরও ৩৫৯টি রাজনৈতিক দলকে চিহ্নিত করেছে কমিশন। অভিযোগ, গত তিন আর্থিক বছরে, ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪; তারা নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব জমা দেয়নি। এমনকী নির্বাচনে অংশ নিলেও ব্যয়ের হিসাব জমা করেনি। এর আগে চলতি বছরের ৯ অগস্ট প্রথম দফায় ৩৩৪টি দলকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কমিশন জানিয়েছে, ২০১৯ সালের পর থেকে যেসব রাজনৈতিক দল কোনও নির্বাচনে অংশ নেয়নি, তাদেরই এই পদক্ষেপের আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দলগুলিকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠাতে। শুনানি শেষে তাদের ডিলিস্ট করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

মাকাউটে আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি-এর আর্থিক অডিটে উঠে এসেছে ভয়ংকর চিত্র। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন, জনসাধারণের করের টাকা অবাধে লুটপাট করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মাকাউটের অডিটে স্পষ্ট; ৩৪২ কোটি টাকার হেরফের বা অন্যত্র সরানো হয়েছে, ১২৮ কোটি টাকার ব্যবহার সনদে নেই, ৯৬ কোটি টাকায় অতিরিক্ত দামে কেনাকাটা হয়েছে, ২১৪ কোটি টাকা অগ্রিম দেওয়া হলেও কাজ শেষ হয়নি, আর ৫৭ কোটি টাকা গিয়েছে ভুতুড়ে বা দ্বৈত সুবিধাভোগীদের কাছে। সব মিলিয়ে অনিয়মের অঙ্ক ৮৩৭ কোটিরও বেশি। জনগণের ট্যাক্স লুট হয়েছে, অথচ জবাবদিহি শূন্য।

তিনি আরও বলেন, এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলাটি পুজো ছুটির পর শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে।

সুকান্তর কড়া বার্তা, ৮৩৭ কোটি টাকা লুট হয়েছে। সত্য আদালতে প্রমাণ হবে, বিচার হবেই। এই বিশাল দুর্নীতি কোনোভাবেই এড়ানো যাবে না। সাধারণ মানুষের রক্ত-ঘামে উপার্জিত টাকার এমন অপব্যবহার বরদাস্ত করা হবে না। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব।

৮ হাজার পড়ুয়াকে ইলেকট্রিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার প্রায় আট হাজার পড়ুয়াকে ইলেকট্রিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দিতে চলেছে। বিভিন্ন আইটিআই-তে আট দিনের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কোর্স শেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে প্রার্থীরা কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের শংসাপত্র পাবেন। যা ভবিষ্যতে তাঁদের চাকরির সুযোগ তৈরিতে সাহায্য করবে।

যাঁরা আগে থেকেই ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক কোর্স করেছেন, মূলত তাঁদেরই এ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাতে-কলমে শেখানো হবে বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং-এর কাজ, পাশাপাশি হাই টেনশন তারে কাজ করার পাঠও দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রার্থীরা শংসাপত্র দেখিয়ে লাইসেন্সিং বোর্ডে আবেদন করতে পারবেন। কারণ হাই টেনশন লাইনে কাজ করতে গেলে বৈধ লাইসেন্স প্রয়োজন হয়।

যোগ্য মনে করলে তাঁদের দেওয়া হবে আনুষ্ঠানিক লাইসেন্স। আইটিআই কলেজের অধ্যাপকরা জানিয়েছেন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যারা হাই টেনশন লাইনের কাজ করে, তারা লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রার্থীদের কাজে যুক্ত করতে পারবে। কারণ, রাস্তাঘাট বা রেললাইনের পাশে হাই টেনশন লাইনে কাজ করতে গেলে প্রয়োজন দক্ষ কর্মী এবং বৈধ লাইসেন্স।

হাওড়ায় দেশের প্রথম আন্টারটিকা গ্যালারি ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বটানিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে চালু হল দেশের প্রথম আন্টারটিকা গ্যালারি ও গবেষণা কেন্দ্র। হাওড়ার শিবপুর সেন্ট্রাল বটানিকাল ল্যাবরেটরিতে এই গ্যালারি চালু হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে আন্টারটিকায় গবেষণা চালাচ্ছে বটানিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। ভারত সেখানে ভারতী, মৈত্রেয়ী ও দক্ষিণ গঙ্গোত্রী নামে তিনটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। আন্টারটিকায় বড় গাছপালা জন্মায় না, জন্মায় শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। এদের মধ্যে বহু প্রজাতি খালি চোখে দেখা যায় না। পৃথিবীর পরিবেশে অক্সিজেনের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ জোগায় এই শৈবাল। কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে তাপমাত্রার হেরফের হলে এদের উপর প্রভাব পড়বে, যা পরিবেশ ও জীবজগতের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই সেখানে গবেষণা চলছে। ২০১৪ সালে দেশের প্রথম মহিলা গবেষক হিসাবে ভারতী গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেন ডঃ প্রতিভা গুপ্তা, বর্তমানে যিনি বটানিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা। তাঁর কথায়, প্রতিকূলতার মধ্যেও গবেষকরা সেখানে কাজ করে যাচ্ছেন। সেই কাজ অত্যন্ত কঠিন। কীভাবে গবেষণা হয় এবং বরফ ও জলের মধ্যে থাকা শৈবাল উদ্ভিদের অবস্থা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেই আন্টারটিকা গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে। এখানকার ল্যাবরেটরিতে সেই সব প্রজাতি নিয়ে গবেষণা হবে, যা শিক্ষার্থীদেরও কাজে লাগবে। গ্যালারির উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক দীপক কুমার কর। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমল কুমার মণ্ডল ও ডঃ প্রতিভা গুপ্তা।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা কেন্দুয়া শান্তি সংঘের প্যান্ডেল পরিদর্শন করলেন। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

বুথভিত্তিক তথ্য ঘরে ঘরে, ডেটাবেস বানাচ্ছে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে বুথের পরিকাঠামো ও পরিষেবার মানোন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর বুথভিত্তিক একটি বিস্তারিত ডেটাবেস তৈরি করছে, যাতে সাধারণ ভোটাররাও নিজেদের কেন্দ্রের খুঁটিনাটি তথ্য আগাম জানতে পারেন।

কোন বুথে শৌচাগার বা পানীয় জলের অভাব রয়েছে, কোথায় র‍্যাম্প বা বৈদ্যুতিক সংযোগে সমস্যা, এমনকী সংস্কারের জন্য আনুমানিক কত টাকা প্রয়োজন; সব কিছু নথিভুক্ত করা হবে এই ডেটাবেসে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতি বুথে সর্বাধিক ১২০০ ভোটার রাখা হবে। ফলে রাজ্যে প্রায় ১৪ হাজার নতুন বুথ গড়ে এক লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছবে বুথের সংখ্যা।

প্রতি বুথের ন্যূনতম আয়তন ২০০ বর্গমিটার, দুটি প্রবেশপথ, অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যকর শৌচাগারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি, বুথ যেন ভোটারের বাড়ির সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটারের মধ্যে থাকে, সেটাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে সরাসরি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

ডেটাবেস সম্পূর্ণ হলে তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ভোটাররা আগে থেকেই জেনে নিতে পারবেন তাঁদের কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধার অবস্থা। ফলে ভোটের দিন বুথে পৌঁছে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে।

গ্রিন লাইনে বাড়তি মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর। আজ শনিবার থেকে গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা বাড়ানো হচ্ছে। সোমবার থেকে শনিবার প্রতিদিন চলবে ২২৬টি ট্রেন, আগে চলত ১৮৬টি। সকাল ও সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে ট্রেন আসবে ৬ মিনিট অন্তর, যা আগে ছিল ৮ মিনিট। ভিড় এড়াতে যাত্রীদের স্মার্ট কার্ড ও মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই ডিজিটাল টিকিটে রিচার্জ করলে মিলবে ৫ শতাংশ বোনাস। এছাড়া 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ ব্যবহার করে সহজেই টিকিট কেনা ও রিচার্জ করা যাবে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে পর্যটকদের জন্য ৩ ও ৫ দিনের আনলিমিটেড ট্যুরিস্ট স্মার্ট কার্ড পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে ২৫০ ও ৫৫০ টাকায়।

মহালয়ার দিনে চক্র রেলের চলাচলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার মহালয়া তর্পণের দিনে ভিড় সামলাতে পূর্ব রেল কলকাতা চক্র রেলপথে ট্রেন চলাচলে বিশেষ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের অনুরোধে ২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার শিয়ালদহ বিভাগ একাধিক লোকাল ট্রেনের রুট পরিবর্তন, সংক্ষিপ্ত যাত্রা ও বাতিলের ব্যবস্থা করেছে।

পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, সাতটি চক্র রেল লোকাল কলকাতা স্টেশনে শেষ হবে এবং সাতটি ট্রেন সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করবে। একটি লোকাল বারাসাতে শেষ হবে। একইভাবে একটি লোকাল শিয়ালদহ উত্তর স্টেশনে পৌঁছে থামবে এবং সেখান থেকে আরেকটি ট্রেন ছাড়বে। দু'টি লোকাল কাঁকুড়গাছি রোড জংশন হয়ে বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাটে যাবে। মাঝেরহাট থেকে একটি এবং বালিগঞ্জ থেকে আরেকটি লোকাল ঘুরপথে চলবে।

তাছাড়া দু'টি লোকাল বালিগঞ্জে শেষ হবে এবং দু'টি সেখান থেকেই ছাড়বে। আরও দু'টি ট্রেন বালিগঞ্জে থামবে এবং সেখান থেকে দু'টি ট্রেন কাঁকুড়গাছি রোড হয়ে যাত্রা শুরু করবে। সব মিলিয়ে ন'টি চক্র রেল লোকাল ওইদিন সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে।

তবে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে একটি শিয়ালদহ,বারুইপুর লোকাল ছাড়বে, যা বালিগঞ্জ থেকে ৩০৪৫১-এর নির্ধারিত রুটে চলবে।

পুজোর মুখে মানুষের মুখে হাসি ফোটালেন তরুণ সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানুষ মানুষের জন্য। সহানুভূতির হাতটুকু বাড়িয়ে দিলেই খুশি ভাগ করে নেওয়া যায়। সামনে পুজো আসছে। তাই সবাইয়ের মুখে যেন হাসি থাকে, সেই ভেবে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তরুণ সাহা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় রাজ্য সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ২৫ নম্বর, ২৭ নম্বর বেলগাছিয়া রোড ও ৪৫ নম্বর ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের মানুষদের সোনার তরী কমিউনিটি হলে বস্ত্র বিতরণ করলেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ও বোরো ১ নম্বরের চেয়ারম্যান তরুণ সাহা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৯/২০২৫, S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে ১৩৩৮০ নং এফিডেভিট বলে Achinta Middey S/o. Gobinda Middey ও Achintya Middya S/o. G Middya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Asitava Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jyotirmoy Dutt ও Lt. J. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৯/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে Sekh Basiruddin ও Bashiruddin Asarafali Sekh S/o. Sekh Asraf Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৯২২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rehena Sarkar W/o. Kutubuddin Sarkar, R/o. Musalmanpara (Khanbagan), Itachuna, Pandua, Hooghly, 712147, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার S.B.I. ব্যাঙ্কের পান্ডুয়া শাখার পাস বুকে আমার সঠিক নাম Rehena Sarkar-এর পরিবর্তে Rehena Khatun লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি, Rehena Sarka ও Rehena Khatun W/o. Kutubuddin Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৯/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২৩১ নং এফিডেভিট বলে Manasa Bera S/o. Krishnachandra Bera ও Manasha Bera S/o. K C Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি সামিনা খাতুন ১৮/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Innall Mondal ও Ennat Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি Arabinda Biswas, S/O. Lt. Kubir Biswas, সাং রামনগর, পোঃ কুমারী রামনগর, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার ৮১নং চুপরিয়া মৌজায় ৪৯নং LR খতিয়ানের জমির রেকর্ডে নাম Arabinda Biswas, S/O Kuber Biswas, ৮৫নং রামনগর মৌজায় ৮৯০নং খতিয়ানের জমির রেকর্ডে নাম Bindubhusan Biswas, S/O Kuthir Biswas এবং DSR নদীয়া অফিসের ১১৩১৩/২০১৯ তাং ২৭.০৯.২০১৯ নং দানপত্র দলিলে নাম Arabinda Biswas, S/O Kuber Biswas @ Kubir Biswas হইয়াছে। ২৫.০৪.২০২৫ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৭৪৩৪ নং এফিডেভিট বলে **Arabinda Biswas, S/O. Lt. Kubir Biswas, Arabinda Biswas, S/O Kuber Biswas, Bindubhusan Biswas, S/O. Kuthir Biswas and Arabinda Biswas, S/O. Kuber Biswas @Kubir Biswas** একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, Goutam Dasgupta, Son Of Late Kshitish Ch.Dasgupta, residing at 48/52, Purna Chandra Mitra lane, Swiss Park, Tollygunge, Kolkata, Pin 700033, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as GAUTAM DASGUPTA (Aadhar Card No. 3013 1372 0393) as declared before the Notary Public, Vide Affidavit No. 66 dated 15.09.2025. GOUTAM DASGUPTA and GAUTAM DASGUPTA both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **"দুর্গাময়ী সোসাইটি"** যাহার রেজিষ্টার্ড অফিস, ৪ (চার) নং আর. বি. এভিনিউ (ভদ্রেশ্বর ষ্টেশন রোড), ভদ্রেশ্বর, হুগলী, পিন নং-৭১২১২৪ এর অধীনস্থ ইংরাজি মাধ্যম (ICSE & ISC) বিদ্যালয় (WB-402) **"দুর্গাময়ী অ্যাকাডেমী"**-র তহবিল তছরূপ ও আত্মসাৎ করিবার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে রুজুকৃত ভদ্রেশ্বর থানায় ১১৭/২০২৫ নং এফ.আই.আর, সংক্রান্ত মোকর্দ্দমায় মহামান্য আদালতের বিচারকার্যের সুবিধার্থে এবং উক্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রমানাদি লোপাট ও বিকৃত করা এড়াইতে, উক্ত **"দুর্গাময়ী সোসাইটি"**-র ইংরাজীর ০৫.০১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সাধারন সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের একমত হইয়া সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত এফ.আই.আর. -এর আসামী **শ্রীমতি মৈত্রী বোস (বিশ্বাস)** মহাশয়াকে, **"দুর্গাময়ী সোসাইটি"**-র গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি-এর সদস্য পদ ও প্রেসিডেন্ট পদ হইতে মহামান্য আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমার বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া ইস্তক বরখাস্ত করা হইল।

শ্রী সুশীল কুমার শীল (সভাপতি)
(দুর্গাময়ী সোসাইটি) ভদ্রেশ্বর, হুগলী।
তাং-১৮.০৯.২০২৫

আমমোক্তারনামা

ইং ২০২২ সালে বাঙ্গালোরে রেজেস্ট্রিকৃত ৯৪৬নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ভাস্বতী গায়েন, স্বামী অর্দ্ধেন্দু কুমার গায়েন, সাং জি, ৭৩০৬ ব্রীজ মেট্রোপলিস, গারুদাচক, প্রণতি বাড়ুইকে স্বামী বরুণ কুমার বাড়ুই, সাং বেড়াবেড়ি, সিঙ্গুর এবং শ্রীমত্যা শিপ্রা সাহা, স্বামী ঁসুকদেব সাহা, ১৯/১, বৈষ্ণবপাড়া, প্রথম লেন, শিবপুর, হাওড়া ও বিহিহাকমা- থানা পাঁচলা, হাওড়া শ্রীমত্যা নমিতা সাহা, স্বামী ঁপ্রশান্ত সাহা, উভয়ের পক্ষে এ ডি এস আর, সিঙ্গুরে ২০২২ সালে নিবন্ধিত ২৩নং আমমোক্তারনামা গ্রহীতা সমীর কুমার সাহা স্বয়ং পিতা ঁশ্যামাপদ সাহা, সাং বেড়াবেড়ি, সিঙ্গুর এ ডি এস আর অফিসে নিবন্ধিত ৫২২২/২৩ নং কোবালা মূলে তপশীল সম্পত্তি তপন বাগ, পিতা ঁক্ষুদিরাম বাগ, সাং ও পোঃ বেড়াবেড়ি খরিদা মূলে মালিক স্বত্ব অর্জন করিয়া দখল কায়েম করিয়াছেন। পাওয়ারনামাটি অদ্য তক বলবৎ রহিয়াছে।
১। মৌজা-মহিষটিকরি, থানা-হরিপাল সামিল এল. আর. ও আর.এস. ৭, ২৪, ৮৭, ৬১৫, ৮৬৬-৮৬৮, ৮৮৭-৮৯০, ৯৪৪-৯৪৮ খতিয়ানের অন্দরে এল.আর. ও আর.এস. ৫৪৬ দাগে ৫.৬০ শতক।
২। ওই মৌজায় এল.আর. খতিয়ানের ৮৬৬-৮৬৮, ৮৮৭-৮৯০ খতিয়ানের অন্দরে এল.আর. ও আর.এস. দাগ নং. ৬০৯/৯৮৪ তে ৪.৮০ শতক।
একুনে ১০.৪০ শতক জমি।

চূড়ামনি কোলে
অ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

NOTICE

Notice is hereby given that the property being the Cultivation land measuring 3 Acre 78% Dec situated at Mouza- Amanpur, JL. No- 125, ADSR-Anandapur, Dist- Paschim Medinipur.
Schedule Properties belonged to KESHPUR OIL & AGRO PRODUCTS PVT. LTD. represented by it's Directors, Tarun Kumar Ghosh S/o- Late Kamakhya Ghosh & four others residing at Manikpur. P.O+P.S. Midnapore, Dist- Paschim Medinipur which was purchased by them by 9 (nine) Sale Deeds registered on 19/03/2007 at ADSR Anandapur details given below-

1) Deed No. - 400/2007	Area-20 Dec.
2) Deed No. - 401/2007	Area-25 Dec.
3) Deed No. - 402/2007	Area-10 Dec.
4) Deed No. - 403/2007	Area-80 Dec
5) Deed No. - 404/2007	Area-60 Dec.
6) Deed No. - 405/2007	Area-117 Dec.
7) Deed No. - 406/2007	Area-10 1/2 Dec.
8) Deed No. - 407/2007	Area-29 Dec.
9) Deed No.-408/2007	Area-27 Dec.

Total Area-378½ Dec or 3 acres 78% Dec

All the Deeds were in possession and custody of my client Tarun Kumar Ghosh and the said Deeds have been inadvertently misplaced from his custody and a General Diary has been lodged by my client before Anandapur Police Station vide G.D.E No. 417 dt. 14/09/2025. Any persons are kept of the above mentioned Deeds are hereby requested to hand over the same to the undersigned with 15days from the date of publication of this notice failing which it will be presumed that the documents have been irretrievably lost.

Sd/- Asit Kumar Santra, Advocate
Regd. No.- WB/415/83
Judges Court Midnapore
Mob-9832196238

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী লাবণী আইচ** স্বামী ৺শচীন আইচ, পিতা ৺বটকৃষ্ণ সর্দার ওরফে বটকৃষ্ণ রায়, সাকিম দিগড়া, দিঘীর ধার, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়া বিগত ইং ০১/০৮/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00244/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ** পিতা ৺ধনঞ্জয় ঘোষ, সাকিম দিগড়া, উত্তরপাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রী অমর নাথ ভকত** পিতা ৺বিষ্টুপদ ভকত, সাকিম ভদ্রেশ্বর স্টেশন বাজার, ঘুঙ্গিরখাল দখিন, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ১৭/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01584/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী সুকুমার দাস** পিতা ৺নিমাই দাস, **২)শ্রীমতী পিউ দাস,** স্বামী শ্রী সুকুমার দাস, উভয়ের সাকিম ৮/১ বি, হরিপোদ্দার লেন, বিষড়া, হুগলী-৭১২২৪৮, মহাশয়/মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন।**তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া-মল্লিকহাটি, জে.এল.-১৯, ১)আর.এস. ৪৮২ তথা হাল এল.আর. ২৩৫০ ও ২৩৫৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৭০ তথা হাল এল.আর. ৬২৭ নং দাগে কলাবাগান জমি কমবেশী ০.৩৮ একর মধ্যে কমবেশী ৮ ছটাক ২৬ বর্গফুট সম্পত্তি ও ২)আর.এস. ৪৮২ তথা হাল এল.আর. ৪৩০, ২৩৫০ ও ২৩৫৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৭১ তথা হাল এল.আর. ৬২৮ নং দাগে বাঁশবাগান জমি কমবেশী ০.০৬ একর মধ্যে কমবেশী ১ কাঠা ১০ ছটাক ২৩ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে মোট ২ কাঠা ৩ ছটাক ৪ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে সম্পত্তির অপর শরিকের সহিত যৌথ ভাবে ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ০৪ বর্গফুট উক্ত দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুকুমার দাস** পিতা ৺নিমাই দাস, **২)শ্রীমতী পিউ দাস,** স্বামী শ্রী সুকুমার দাস, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**,জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০শে সেপ্টেম্বর। ৩রা আশ্বিন। শনি বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলর এবং বিংশোত্তোরী ও কেতু মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্চ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

সামুদ্রিক ক্ষেত্রের রূপান্তর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সেবা হলো সংকল্প,
ভারত প্রথম হলো প্রেরণা... ৭৫ বছর

বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন

আর্থিক বরাদ্দ ₹ ৩৪,০০০ কোটি

বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, কলকাতা-তে নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল এবং অন্যান্য প্রকল্প
- পারাদীপ বন্দরে নতুন কন্টেইনার বার্থ, কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং অন্যান্য প্রকল্প
- কামারাজার বন্দর, এন্নোর-এ অগ্নি নির্বাপণ সুবিধা, আধুনিক রাস্তা সংযোগ এবং অন্যান্য প্রকল্প
- চেন্নাই বন্দরে শক্তিশালী সমুদ্র প্রাচীর এবং উপকূলীয় সুরক্ষার জন্য রিভেটমেন্টের কাজ
- দীনদয়াল বন্দর, কান্দলা-তে টুনা টেকরার কাছে বহু-উদ্দেশ্যীয় কার্গো বার্থ
- কার নিকোবর দ্বীপে সমুদ্র প্রাচীর
- দীনদয়াল বন্দর, কান্দলা-তে গ্রিন বায়ো-মিথানল প্ল্যান্ট, অয়েল জেটি এবং অন্যান্য প্রকল্প
- পাটনায় জাহাজ মেরামত সুবিধা
- বারাণসীতে জাহাজ মেরামত সুবিধা এবং পণ্য গ্রাম
- ৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৪-লেনের জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্প
- স্যার টি. হাসপাতালে একাডেমিক ব্লক, টিচিং হাসপাতাল এবং এমসিএইচ ব্লক
- জিজিজি হাসপাতাল, জামনগর-এ ওপিডি, এমসিএইচ এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন

- মুম্বাই বন্দরের ইন্দিরা ডকে মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রুজ টার্মিনাল (এমআইসিটি)
- ছারা বন্দরে এইচপিএলএনজি রিগ্যাসিফিকেশন টার্মিনাল এবং গুজরাট আইওসিএল রিফাইনারিতে অ্যাক্রিলিক্স ও অক্সো অ্যালকোহল প্রকল্প
- সবুজ শক্তির জন্য ২৮০ মেগাওয়াট এসি / ৪০০ মেগাওয়াট ডিসি সৌর প্রকল্প এবং একটি ৬০০ মেগাওয়াট গ্রিন শু ইনিশিয়েটিভ
- গুজরাটে কৃষকদের জন্য পিএম-কুসুম ৪৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার কম্পোনেন্ট সি-ফিডার
- বাডেলি-তে ৪৫ মেগাওয়াট সরকারি বর্জ্য ভূমি সৌর পিভি প্রকল্প
- ধোরডো গ্রামের শতভাগ সোলারাইজেশন

শিল্প বিষয়ক সমঝোতা স্মারক

- জাহাজ নির্মাণের জন্য সিএসএল এবং এইচডি কেএসওই-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক
- ভারতে জাহাজ নির্মাণের জন্য এসসিআই এবং আইওসিএল, বিপিসিএল ও এইচপিসিএল-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক
- জাহাজ নির্মাণ বাস্তুতন্ত্রের জন্য এমডিএল, সিএসএল, জিআরএসই, তামিলনাড়ু সরকার এবং জিএমবি-এর একাধিক সমঝোতা স্মারক
- জাহাজ নির্মাণ বাস্তুতন্ত্র উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলির সাথে সমঝোতা স্মারক (ক) অন্ধ্রপ্রদেশ (খ) ওড়িশা (গ) গুজরাট (ঘ) মহারাষ্ট্র (ঙ) তামিলনাড়ু

শ্রী নরেন্দ্র মোদী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

কর্তৃক

শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | সময়: সকাল ১০:০০ | স্থান: জওহর গ্রাউন্ড, ভাবনগর, গুজরাট

মূল সুবিধা

- নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- বন্দর সংযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি
- শিপিং এবং দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন
- বন্দর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জোরদার করা
- জীবনযাত্রার মান উন্নত করা
- সবুজ শক্তি এবং টেকসই উন্নয়নের প্রচার
- উন্নত সংযোগ ও পরিবহন
- স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি সুনিশ্চিত করা

গৌরবময় উপস্থিতি

শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ

শ্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া

শ্রী সি আর পাতিল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, জল শক্তি

শ্রী ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল
মুখ্যমন্ত্রী, গুজরাট

শ্রী শান্তনু ঠাকুর
প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ

শ্রীমতি নিমু বেন বাম্ভানিয়া
প্রতিমন্ত্রী, ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন

ShipminIndia | Shipmin_India | Sagarmala Project | Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in

LIVE STREAM ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

EKDIN 20.09.2025 PAGE 4 for sanjib_Layout 1 9/19/2025 10:10 PM Page 1

সম্পাদকীয়

আরজি কর মামলা: শেষ হয়েও হইল না শেষ

কলকাতার অন্যতম সেরা মেডিক্যাল কলেজ তথা হাসপাতাল আরজি করে এক মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়ার গণধর্ষণ ও মৃত্যুর মামলা শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। ঘটনার মূল অপরাধী সিভিক ভল্যান্টিয়ার সঞ্জয় রাই দোষী সাব্যস্ত হয়ে আপাতত আমৃত্যু কারাবাসের সাজা ভোগ করছে। এরই মধ্যে মৃতার পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা ফের শিরোনামে চলে এল। শুক্রবার মামলার শুনানিতে শিয়ালদহের এসিজেএম আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, মূল অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজা ভোগ করছে, মানে এই নয় যে, ওই অপরাধ বা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত নয়। আদালতের এই পর্যবেক্ষণে ফের নতুন মোড় নিল আরজি কর মামলা। ফলে এই মামলায় অভিযুক্তদের ভূমিকা ফের নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে। গত ১২ সেপ্টেম্বর স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময় মৃতার মা-বাবার আইনজীবীরা ওই তদন্তে নিযুক্ত চার পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ওই মামলায় শিয়ালদহ আদালত নির্দেশ দিল, মহিলা চিকিৎসকের খুন ও ধর্ষণের মামলায় তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে কলকাতা পুলিশের চার অফিসারের ভূমিকা ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে। তারপর প্রয়োজনে পদক্ষেপ করতে হবে লালবাজারকে। কলকাতার নগরপালকে এই নির্দেশ কার্যকর করার দায়িত্ব দিয়েছে আদালত। এর পাশাপাশি, সিবিআইও যেন গুরুত্ব দিয়ে আরজি করের কর্মী ও চিকিৎসকদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখে। কারণ, এখনও এই মামলার দুই অভিযুক্তর বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট জমা দেয়নি। ১৪ নভেম্বর এই মামলার বিস্তারিত তথ্য দিয়ে আরও একটি স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সবমিলিয়ে আদালতের এদিনের নির্দেশের পর স্পষ্ট ফের নতুন মোড় নিতে চলেছে আরজি কর মামলা। মৃতার পরিবারের তরফে অবশ্য প্রথম থেকে এই দাবি উঠছিল। ঘটনায় সঞ্জয় রাই যে একা দোষী নয়, সে কথা তাঁরা বারবার বলার চেষ্টা করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সঞ্জয়কে তড়িঘড়ি শাস্তি দিয়ে বাকিদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। এবার কার্যত তাঁদের অভিযোগেই সিলমোহর দিল শিয়ালদহের এসিজেএম আদালত।

শব্দবাণ-৩৯৪

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অল্পক্ষণের জন্য দর্শন ৪. দক্ষ,নিপুণ ৫. হুঁশ ৭. লক্ষ্মীন্দর কথ্যরূপ ৯. তাঁবু, ছাউনি ১১. লোকজনের বাসস্থান।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বকুনি, ধমকধামক ২. সূর্য ৩. খোলায় ছাওয়া ঘর ৬. বৈদ্য ৮. এদিক-ওদিক ১০. মানুষ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯৩

পাশাপাশি: ১. ছাগবাহন ৩. আনত ৫. সহজ ৭. পরোক্ষ ৮. নিকার ১০. মৃৎখনন।

উপর-নীচ: ১. ছাড়ান ২. হংস ধ্বনি ৩. আলাপ ৪. তৎকালীন ৬. জঠর ৯. কাঞ্চন।

জন্মদিন

আজকের দিন

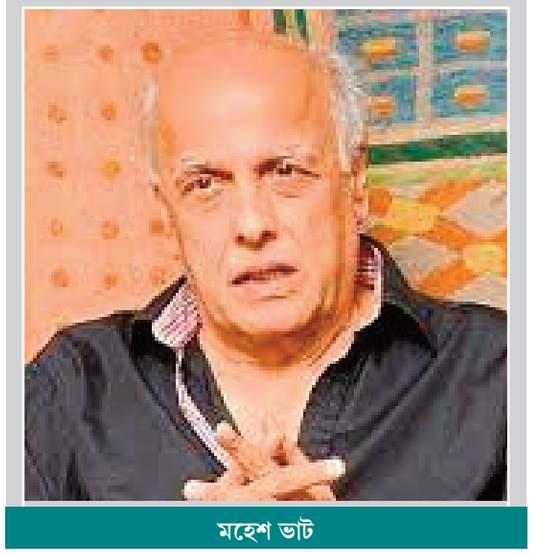

মহেশ ভাট

১৯২৩ বিশিষ্ট অভিনেতা আকিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।
১৯৪৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাটের জন্মদিন।
১৯৭৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অভিমন্যু সিংয়ের জন্মদিন।

‘ওই কলেজে আর পা রাখতে চান না নির্যাতিতা’
কলেজ পরিবর্তনের চিন্তা পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা ল’ কলেজের ধর্ষণ কাণ্ডের ঘটনার দু’মাস কেটে গিয়েছে। কিন্তু কলেজ চত্বর উসকে দিতে পারে সেই পৈশাচিক সন্ধ্যার স্মৃতি এমনটাই মনে করছেন কসবা আইন কলেজ ধর্ষণ-কাণ্ডের নির্যাতিতার বাবা। তাই বাড়তি মানসিক চাপ থেকে তাঁকে দূরে রাখতে কলেজ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার।

এই প্রসঙ্গে শুক্রবার নির্যাতিতার বাবা জানান, ‘মেয়ে এমনিই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। তারপর আবার ওই জায়গাটা নিজের চোখের সামনে দেখলে আরও বেশি বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। তাই আমি চাই না, ওই একই

জায়গায় ও যাক। সেই কারণেই কলেজ পরিবর্তন করাব।’ কিন্তু একাডেমিক বর্ষের মাঝেই কলেজ পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব হবে, এই প্রশ্ন করাতেই নির্যাতিতার বাবা বলেন, ‘প্রথম বছরের পরীক্ষা দিয়েছে। আর এই কলেজ পরিবর্তনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ, তাদের আইন বিভাগ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও আবেদন জানিয়েছি। এবার ওরাই সিদ্ধান্ত নেবে।’

কসবা-কাণ্ড

গত ২৫-এ জুন প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা কলেজে গিয়ে পরীক্ষার ফর্ম করছিলেন। সেদিন কলেজে গিয়েছিলেন ওই নির্যাতিতাও। কিন্তু সন্ধ্যা হলেও বাড়ি ফেরেননি তিনি। পরবর্তীতেই নিজেই থানায় গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করেন ওই নির্যাতিতা ছাত্রী। কলেজের এক অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে ওঠে অভিযোগ। যা নিয়ে দিন কয়েকের মধ্যে তোলপাড় হয় গোটা শহর তথা বাংলা।

পরে জানা যায়, ওই ছাত্রী প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কলেজের বাইরে একটি জায়গায় তাঁর জন্য আলাদা করে পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজের কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এটাই শেষ। জুনের সন্ধ্যার ওই পৈশাচিক ঘটনার পর আর সেই কলেজে পা রাখতে চান না নির্যাতিতা। একই ভাবনা পরিবারেরও।

ঘুষ-কাণ্ড: রাজ্যের ‘নেগলিজেন্স’ তত্ত্বকে খারিজ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টে রাজ্যকে তীব্র ভর্ৎসনা। তারকেশ্বর থানার মহিলা পুলিশ আধিকারিকের ঘুষ-কাণ্ডের মামলায় রাজ্যের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চেই চলছিল এই ঘুষ-মামলার শুনানি। সেখানেই রাজ্যের দিকে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। রাজ্যকে কার্যত ভর্ৎসনার সুরে আদালত জানতে চায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কেন ‘প্রিভেনশন অফ করাপশান’ বা দুর্নীতি দমন আইনের আওতায় তদন্ত হয়নি। একইসঙ্গে কেনই বা এফআইআর করা হবে না সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক। এর পাশাপাশি আদালতে এও জানতে চাওয়া হয় শো-কজ করা হলেও, নথিতে ঘুষের কথা কেন উল্লেখ নেই। বিচারপতি বসাকের পর্যবেক্ষণ, রাজ্য অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে না বলে দাবি করছে ঠিকই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করছে না।

পাল্টা রাজ্যের সওয়ালকারী বলেন, অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। গত ১৭ তারিখ থেকেই বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এমনকী, কেন তাঁকে বরখাস্ত করা হবে না, সেই নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। যার জবাবও অভিযুক্তকেই দিতে হবে। তার বিরুদ্ধে নেগলিজেন্স বা গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

তবে রাজ্যের এই ‘নেগলিজেন্স’ তত্ত্বকে একেবারে খারিজ করে আদালত। বিচারপতি বলেন, ‘এটা কোনও নেগলিজেন্স বা গাফিলতি নয়। এটা ঘুষ। একজন পুলিশ অফিসার গোটা নাগরিক সমাজের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তারপরেও গোটা বিষয়টাকে হালকা ছলে দেখানো হচ্ছে। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কী করে শুধুমাত্র সেন্সর করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিককে। এরপর সোমবার রাজ্যকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য ‘ডেডলাইন’ বেঁধে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। একইসঙ্গে বিচারপতিরা জানান, সেই ভিত্তিতে লিখিত নির্দেশ দেবে হাইকোর্ট।

মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূর কলেজের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা নিয়ে প্রশ্ন আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রানি বিড়লা গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে নিয়োগের বৈধতা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আইনের নিয়ম অনুযায়ী এই পদে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তির থাকা দরকার। কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় সে শর্ত পূরণ করছেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে আদালত।

বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের বেঞ্চ জানিয়েছে, কাজরীর নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এর আগে মামলাটি প্রথমে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বোসের বেঞ্চে শুনানি হয়। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেছিলেন। পরে অ্যাডভোকেট জেনারেলের আবেদনে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে বিষয়টি বিচারপতি পট্টনায়েকের বেঞ্চে স্থানান্তরিত হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ২০১৭ সালের আইনের প্রেক্ষিতে বর্তমানে কলেজের পরিচালনা রাজ্য সরকারের মনোনীত পাঁচজনের হাতে রয়েছে, পূর্ণাঙ্গ পরিচালন সমিতির নয়। ফলে সভাপতি পদে নিয়োগের বৈধতা খতিয়ে দেখা দরকার।

পুলিশের জালে হরিদেবপুর গণধর্ষণ কাণ্ডের দ্বিতীয় অভিযুক্ত দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হরিদেবপুর গণধর্ষণকাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাস অবশেষে পুলিশের জালে। মধ্যরাতে দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি এলাকা থেকে তাকে ধরা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। প্রাথমিকভাবে দেবাংশু স্থানীয় এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিল। ঘটনার পর থেকেই এই দেবাংশু বেপাত্তা হয়ে যায়। এর আগে ১০ সেপ্টেম্বর আরেক অভিযুক্ত চন্দন মল্লিককে পুলিশ বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আরেক মূল অভিযুক্ত দেবাংশু পলাতক ছিল। চন্দনকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানা গিয়েছিল, হরিদেবপুরের ঘটনার পর তাঁরা বারাণসী চলে যান। কিন্তু সেখানে থাকেননি তাঁরা। ফেরার পথে শান্তিনিকেতনে চলে যান দেবাংশু। শুক্রবার ভোররাত প্রায় ২টো ২০

নাগাদ কলকাতার ২৪বি দেশপ্রিয় পার্ক রোড যা টালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার দেবাংশুকে আদালতে পেশ করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হবে, যাতে তদন্ত সম্পূর্ণ করা যায়।

প্রসঙ্গত, ৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রাতে রিজেন্ট পার্ক এলাকার এক ফ্ল্যাটে জন্মদিনের পার্টি ছিল। সেই পার্টিতে প্রভৃতি চন্দন মল্লিকের সঙ্গে গিয়েছিলেন এক তরুণী। অভিযোগ, পার্টি শেষে ওই তরুণীকে চন্দন এবং তার বন্ধু দেবাংশু বিশ্বাস মত্ত অবস্থায় ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর আতঙ্কে ওই তরুণীকে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে কোনও রকমে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পরিবারের কাছে সব জানান। পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে ৭ সেপ্টেম্বর শনিবার হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেবাংশু দীর্ঘদিন ধরে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল। বারবার জায়গা বদল করায় তাকে ধরা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশের বিশেষ টিম তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

তৃণমূলকে তৃণমূলের ভাষাতেই জবাব দিতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নবদ্বীপে বিজেপি কর্মী সঞ্জয় ভৌমিককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের হুঁশিয়ারি, তৃণমূলকে তৃণমূলের ভাষাতেই জবাব দিতে হবে। পাল্টা দাওয়াইয়ের বার্তা দিয়ে দলীয় কর্মীদের তাঁর পরামর্শ, শুধু রামায়ণ পড়লে হবে না। মহাভারতও পড়তে হবে। তাঁর দাবি, শেষের সময়ে তৃণমূল এভাবেই গুন্ডামি করবে। বিজেপি কর্মীদের সংগঠিত হয়ে এঁদের অত্যাচারের জবাব দিতে হবে। বিজেপিকে মাঠে-ময়দানে নেমে লড়াই করতে হবে। নবদ্বীপে দলীয় কর্মীকে যেভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এই খুনের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে বিজেপি কর্মীদের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হবে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে পেটানোর অভিযোগে তৃণমূল নেতা ত্রিদিব বারুইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও কাকদ্বীপ আদালত থেকে অনায়াসে তিনি জামিন পান। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, শিক্ষক, আইনজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি কেউই বাংলায় সুরক্ষিত নন। এমনকী আক্রান্তরা

ঠিকমতো বিচারও পাচ্ছেন না। তাঁর অভিযোগ, নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থা অর্থাৎ পুলিশ কোর্ট পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছেন রাজ্যের আইন সচিব। বিরোধী দলের যারা আন্দোলন করছেন, তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, রাজারহাটে শিক্ষিকাকে মারধর করা হয়েছে। আক্রান্ত শিক্ষিকা আবার তৃণমূল শিক্ষা সেলের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া কাকদ্বীপে প্রধান শিক্ষক আক্রান্ত। মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় বেলঘড়িয়ায় অঙ্কন শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, এই বাংলায় তৃণমূলের ক্ষেত্রে আলাদা আইন। আবার বিরোধীদের ক্ষেত্রে অন্য আইন। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা দাবি করলেন, মমতা ব্যানার্জি নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনের মাজা পুরো ভেঙে দিয়েছেন। মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আইন মন্ত্রী এবং আইন সচিব নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর ধারনা, এই সরকারকে সরাতে গেলে সবাইকে একজোট হতে হবে। তাঁর দাবি, রক্ষক যখন ভক্ষক হয়ে যায়, তখন মাঠে-ময়দানে নেমেই লড়াই করতে হবে। বিজেপি নেতার কথায়, শিক্ষকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিড ডে মিল চুরি আটকে দেয়। তাহলে তৃণমূলের তোলাবাজদের মাজা ভেঙে যাবে।

রোজভ্যালি নিয়ে সেবিকে একগুচ্ছ নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোজভ্যালি নিয়ে দেশের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-কে এক গুচ্ছ নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের। কত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল, কত বিক্রি হল, কত টাকা সাধারণ মানুষকে ফেরত দেওয়া হল, সেই সব নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে সেবিকে। আদালতের নির্দেশ, সিবিআই, ইডি তদন্ত করছে। কিন্তু তার কোনও ফরেন্সিক অডিট হচ্ছে না। তাই সেবিকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ এবং বিচারপতি শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চেই চলছিল রোজভ্যালির টাকা ফেরত মামলার শুনানি। সেখানেই টাকা ফেরানোর দায়িত্ব থাকা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে সেবিকে একটি ফরেন্সিক অডিট করানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

এছাড়াও রোজভ্যালির ১০টি সম্পত্তি বিক্রি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দিতে সেবি-কে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাতে বলা হয়েছে, বাজারদরের তুলনায় কত বেশি বা কম দামে সম্পত্তি বিক্রি হয়েছে, সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করতে হবে। পাশাপাশি, চকোলেট গোষ্ঠী কীভাবে এডিসি কমিটিকে অর্থ তুলে দিল, সেই প্রসঙ্গেও সেবিকে হিসেব-নিকেশ তুলে ধরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বলে রাখা ভালো, এই চকোলেট গোষ্ঠীই হচ্ছে রোজভ্যালির পরবর্তী রূপ। নাম পরিবর্তন করে চকোলেট গ্রুপ অফ হোটেলস-র ব্যবসা শুরু করে তারা।

নিউটাউনে গড়ে উঠছে ‘দুর্গা অঙ্গন’, প্রকল্পে নজরদারি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনে ইকো পার্কের উল্টোদিকে ১২.৬ একর জমিতে শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প ‘দুর্গা অঙ্গন’। প্রায় ২৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে হিডকোর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠছে এই সাংস্কৃতিক পরিসর। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ হওয়ার কথা।

গত ২১ জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে প্রকল্পের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর অগস্টে হিডকো দরপত্র আহ্বান করে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথমেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। হিডকোর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে।

প্রকল্পের অবস্থানকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও জল্পনা তুঙ্গে। অভিজাত এলাকায়, পাঁচতারা হোটেল লাগোয়া এই জমি বিজেপি শীর্ষ নেতাদের কলকাতা সফরের অন্যতম ঠিকানা। ফলে ভোটের আগে ধর্মীয় আবেগকে ছুঁয়ে জনসমর্থন টানাই তৃণমূলের লক্ষ্য; এমন অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। সমালোচকদের মতে, সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগে কোণঠাসা হওয়ার পাল্টা কৌশল হিসেবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু ধর্মীয় প্রকল্পে জোর দিচ্ছেন।

পুজোর আগে প্রতিটি ঘাটে নো-প্লাস্টিক জোন ঘোষণা পোর্ট অথরিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে কলকাতার সমস্ত ঘাটকে ‘নো-প্লাস্টিক জোন’ ঘোষণা করা হয়েছে আগেই। দুর্গাপুজোর আগে এটিকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট অর্থাৎ পূর্বতন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে। এই সংস্থাই ঘাটগুলির বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, সামনে পুজো এবং তারপর প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় ঘাটগুলোতে দূষণের সম্ভাবনা প্রবল। তার ঠিক আগে পোর্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রতিটি ঘাটে লাগানো হল নোটিস বোর্ড। যেখানে নদীর ধারে ও ঘাটে প্লাস্টিক না ফেলতে অনুরোধ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পোর্ট কর্তৃপক্ষের হাতে একটি বৃহৎ ঘাট উন্নয়ন ও নদী তীর সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প রয়েছে। আর এই তালিকায় একদম প্রথমে রয়েছে, ৭টি ঘাটের নাম। এগুলি হল মায়ের ঘাট, সুরিনাম ঘাট, নিমতলা ঘাট, ছোটেলাল কি ঘাট, দইঘাট, কুমোরটুলি ঘাট এবং চাঁপাতলা ঘাট। এই সাতটি ঘাটকে প্রাথমিক ভাবে সংস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, কুমোরটুলি থেকে চাঁপাতলা পর্যন্ত নদীর ধারের অংশকে বিশেষভাবে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। শুধু সংস্কার নয়, ঘাটের পুনর্বাসন ও সুরক্ষার কাজও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এদিকে সূত্রে খবর, কেবল পোর্ট নয়, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, কলকাতা পুলিশ ও বিভিন্ন রাজ্য সংস্থা, এমনকী বেশ কিছু কর্পোরেট সংস্থাও এই উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, পোর্ট কর্তৃপক্ষ ঘাটগুলির রক্ষক হলেও নদীর তীর পরিষ্কার রাখা, দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর সময় বিসর্জনের ব্যবস্থা এবং ছটপুজোর আয়োজনের দায়িত্ব কেএমসি-র। আইনশৃঙ্খলা ও যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে কলকাতা পুলিশ। এদিকে এই ঘাটগুলির অধিকাংশের অবস্থা বর্তমানে করুণ। ভাঙা সিঁড়ি, অপর্যাপ্ত আলো, শৌচাগার ও চেঞ্জিং রুমের অভাব, পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকা, সাজসজ্জার উপকরণের ম্লান হয়ে যাওয়া এবং অবহেলার কারণে নিরাপত্তাহীন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

নানা জটিলতায় থমকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানোর কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: সিসিটিভি বসানোয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে খুব একটা বিরোধিতা নেই। কিন্তু তারপরেও আটকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি বসানোর কাজ। একাংশ বলছেন, প্রশাসনিক জটিলতার ফাঁসে আটকা পড়েছে এই সিসিটিভি বসানোর কাজ।

বছর কয়েক আগে এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। হস্টেলের তিন তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল পড়ুয়ার। প্রাথমিক ভাবে তা দেখে আত্মহত্যা মনে হলেও পরে তদন্ত এগোতে জানা যায় এর নেপথ্যে আছে র‍্যাগিং। এই ঘটনার পর থেকে যাদবপুরে জোরালো হয় সিসিটিভি-র দাবি।

এরপর কিছুটা কাজ হলেও, জানা গিয়েছে, যাদবপুর মেইন ক্যাম্পাসে ৫০টি ও সল্টলেক ক্যাম্পাসে ২০টি সিসিটিভি বসানো এখনও বাকি। এছাড়াও, ৩০ জন নিরাপত্তারক্ষীর অনুমোদনও এখনও

আটকে। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অমিতাভ দত্ত আগেই জানিয়েছিলেন, ‘দু’টি ব্যাপারে সরকারের কাছে আমরা আগেই চিঠি দিয়েছিলাম। পাশাপাশি, সিসিটিভি সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও রাজ্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠিগুলি আবারও পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করব, সরকার সেই নিরিখে পদক্ষেপ নেবে।’

একই সুর শোনা গিয়েছিল জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায়ের গলাতেও। তিনি আবার বলেছিলেন, ‘২০২৩ সালে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেই সময় একাধিক নিরাপত্তারক্ষীর দাবি জানান হয়েছিল। এমনকী, সিসিটিভি-র জন্য দাবি জানান হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে একটি বেসরকারি সংস্থা কোটেশনও দেয়। কিন্তু এই আবেদনে রাজ্য এখনও অনুমোদন দেয়নি।’

এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, ‘কথা এগিয়ে গিয়েছিল। চিঠি চালাচালি বন্ধ হয়েছে। এদিকে অর্থমন্ত্রক টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে উপাচার্য বসলেই, আমার ধারনা সব কাজ সম্পন্ন হবে।’

সেবাশ্রমে যৌন হেনস্থার দায়ে কারাদণ্ড স্বামী সত্যরূপানন্দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের প্রধান স্বামী সত্যরূপানন্দ-এর বিরুদ্ধে আশ্রমের ১২-১৩ বছরে পড়ুয়াদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। শুক্রবার সাজা ঘোষণা করেছে বারাসত পক্সো আদালত।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সাল। গোবরডাঙা থানায় অভিযোগ হয় শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের কর্ণধার সত্যরূপানন্দ-এর বিরুদ্ধে। তিনি আশ্রমের নাবালিকা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় যৌন নির্যাতন করতেন বলে অভিযোগ ওঠে। ২০২২ সালের ১৮ অগাস্ট ডিস্ট্রিক চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার-এর কাছ থেকে পাওয়া একটি অভিযোগের ভিত্তিতে গোবরডাঙা থানা এলাকার শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের প্রধান স্বামী সত্যরূপানন্দ (৬২) এর বিরুদ্ধে আশ্রমের বছর ১৩ এর আবাসিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ উঠলে, গোবরডাঙা একটি কেস নথিভুক্ত হয়। গ্রেপ্তার হন স্বামী সত্যরূপানন্দ। কেসের তদন্তভার পান সাব ইনসপেক্টর সুব্রত পুরকায়েত। তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে যথা সময়ে নিখুঁতভাবে তিনি আদালতে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পক্সো আইনে চার্জশিট জমা করেন। পরবর্তীতে তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় পর এই কেসের আদালতে ট্রায়াল মনিটারিংয়ের দায়িত্বভার পরে এসআই কমল ঘোষের ওপর এবং অভিযুক্তকে শাস্তি দিতে পুলিশ প্রশাসন এবং সরকারি আইনজীবীর নিরলস প্রচেষ্টায় গতকাল অভিযুক্তকে পক্সো আইনের ১০ নম্বর ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং শুক্রবার বারাসাত আদালত অভিযুক্তকে তার কৃতকর্মের সাজা হিসাবে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে অতিরিক্ত ১ বছর জেল ঘোষণা করেন। এই কেসে মোট ১১ জন সাক্ষী সরকারি তরফে ছিল এবং দু'জন আসামি তরফ থেকে ছিলেন বলে জানান সরকারি আইনজীবী দেবরঞ্জন ব্যানার্জি। তিনি আরও জানান, নির্যাতিতাকে ন্যায় দিতে পুলিশ প্রশাসন এবং আদালত সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। যেই সময় এই ঘটনা সেই সময় করোনা আবহাওয়া থাকায় কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছিলো। তারপরেও বারাসত পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট-এর ট্রায়াল মনিটারিং টিম যেভাবে সহযোগিতা করেছে এবং আদালতে অপর পক্ষের আইনজীবীদের সহযোগিতা এবং সর্বপরি বিচারকদের তৎপরতায় দ্রুত এই কেসে অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হলো বলে জানান আইনজীবী। তিনি এও জানান, অভিযুক্ত স্বামীজি ওই আশ্রমে একাধিক নাবালিকা পড়ুয়াদের যৌন হেনস্থা করতেন এবং দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু অভিযোগ হয়েছিলো ২০২২ সালে ১৮ অগস্ট। সেই কেসেই শুক্রবার সাজা ঘোষণা হলো।

নবদ্বীপে বিজেপি কর্মী খুন, অভিযোগ তৃণমূলের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপে এক যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃত যুবকের নাম সঞ্জয় ভৌমিক। মৃতের দিদি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ও পদাধিকারী বলে জানা যায়। সূত্রের খবর, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন স্থানীয় একটি ক্লাবে মদ্যপান করার পর নিজেদের মধ্যেই বচসার সৃষ্টি হয়। এরপরেই সঞ্জয়কে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় বাড়িতে গিয়েও সঞ্জয় কে, মারধর করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পরদিন নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় সঞ্জয় ভৌমিককে। এরপরে চিকিৎসা চলাকালীন সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর হাসপাতালে চত্বরে পৌঁছয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। মৃত সঞ্জয় ভৌমিকের মা নবদ্বীপ থানায় চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত।

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি শুরু করছে বিজেপি। গন্ডগোলের পর নবদ্বীপ থানায় কেন অভিযোগ দায়ের করা হলনি? এবং সঞ্জয়কে সেদিন কেন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়নি? এরসঙ্গে কোনও রকম রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই বলেই জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর সমস্ত দায়ভার তৃণমূলের উপর চাপিয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, মৃতদেহ যাতে অন্য কোনও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত না করে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে হয় তার দাবি জানান পরিবার। মৃত সঞ্জয়ের পরিবারের মূল অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে খুন করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বিজেপি খুনের বিষয়ে নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা বিমান কৃষ্ণ সাহা জানান, 'যেকোনও মৃত্যুই বেদনাদায়ক। আমরা চাই না, কোনও দলের লোকের মৃত্যু হোক।

তবে এই মৃত্যু নিয়ে বিজেপি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি করছে। ঘটনা যেদিন ঘটেছে সেদিন পুলিশের কাছে কেন অভিযোগ দায়ের করল না এবং হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো না?' তৃণমূল নেতাও জানান, 'আইন আইনের পথে চলবে। যে দোষী হবে সে হোক না কেন কাউকে ছাড়া করা হবে না।' তবে তৃণমূল এই সমস্ত ঘটনার সাথে জড়িত না। শান্ত শহরকে অশান্ত করতে চাইছে বিজেপি।' বিজেপি কর্মী খুনের বিষয়ে নদিয়া দক্ষিণ বিজেপির জেলা সভাপতি অর্পণা নন্দী জানান, 'তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। বেধড়ক মারধর করে পিটিয়ে তাঁকে খুন করা হয়। এরা সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের।' অন্যদিকে ধৃতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নবদ্বীপ থানায় বিক্ষোভ ও ধর্না প্রদর্শন করে বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও গোটা ঘটনার তদন্তে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

বাঁকুড়ায় দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে রাজা ও জমিদার বাড়িগুলি

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলার রাজবাড়ি ও জমিদার বাড়িগুলির মেতে উঠেছে দুর্গাপুজার প্রস্তুতিতে। গত প্রায় ৫০০ বছর ধরে হয়ে আসছে জেলার বড়জোড়া ব্লকের মালিয়াড়া রাজবাড়ি দুর্গাপূজা। কথিত আছে, মুঘল সম্রাট আকবরের পাঞ্জা বা নির্দিষ্টি এলাকায় শাসনের অধিকারনামা নিয়ে দামোদর নদ পেরিয়ে এই গ্রামে আসেন কান্বকুব্জ বা কনৌজ থেকে আসাব্রাহ্মন দেও অধূর্য। সেই সময় এই এলাকায় ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছোট ছোট গ্রাম। সেই গ্রামগুলিতে ছিল আকুড়ে সম্প্রদায়ের আধিক্য। মালিয়াড়া গ্রামে এসেই আকুড়েদের বশে এনে সেখানে রাজত্ব শুরু করেন দেও অধূর্য। ধীরে ধীরে পূর্বে দামোদর ও পশ্চিমে শালী নদী পর্যন্ত কয়েকশো মৌজার কয়েক হাজার বিঘে জমি মালিয়াড়া রাজ পরিবারের অধিকারে আসে। সেই গ্রামে রাজার বিশাল দুর্গা দালান সহ-প্রসাদ তৈরি করা হয়। সেই থেকে প্রায় ৫০০ বছর ধরে দুর্গা দালানে হয়ে আসছে অষ্টধাতুর মূর্তিতে দুর্গা পুজো। সেই রাজপাট এখন নেই, ইট খসতে খসতে পড়ে প্রাসাদ এখন বিলুপ্ত প্রায়। জাঁকজমক কমেছে কিন্তু স্থানীয় মানুষ ও রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্যদের আগ্রহ ও উদ্দীপনার ঘাটতি হয়নি। এই রাজ পরিবারের মন্দিরে পূজা শুরু হয় মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদ তিথিতে। সপ্তমী থেকে মন্দিরে শুরু হওয়া হোম একটানা চলে নবমীর দুপুর পর্যন্ত। অতিতে পূজার প্রতিটি নির্ঘণ্ট তোপধ্বনী দিয়ে শুরু করা হোত। বর্তমানে শুধু অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে তোপ দাগা হয়ে থাকে। রাজত্ব থাকার সময় পূজার দিনগুলিতে হতো রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে বাইজি নাচ, রামলীলা, সংকীর্তন ও যাত্রা-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। বিশাল রাজপ্রাসাদ সংস্কারের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরে গা থেকে খসে পড়ছে প্লাস্টার। কিন্তু দুর্গাপুজার নিয়ম নিষ্ঠা ও আচারে এতটুকুও আঁচ পড়তে দেননি রাজ পরিবারের সদস্যেরা।

অন্যদিকে, প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর ধরে ওন্দার দামোদরবাটিতে হয়ে আসছে দুর্গা পূজা। বর্গীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতাপ আদিত্যের বংশধরেরা চলে আসেন বাঁকুড়ার মল্লভূম বিষ্ণুপুরে। মল্ল রাজাদের থেকে জমি ও সম্পত্তি এবং 'চৌধুরী' উপাধি নিয়ে জেলার ওন্দা ব্লকে শুরু করেন জমিদারি। দুর্দান্ত প্রতাপী জমিদার দামোদর নারায়ণ চৌধুরী নিজের নাম অনুসারে গ্রামের নাম রাখেন দামোদরবাটি। মল্ল রাজাদের সৌজন্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে চৌধুরীদের জমিদারি। দামোদরবাটি গ্রামে তৈরি হয় দুর্গাবাড়ি-সহ প্রাসাদ। শুরু হয় দুর্গা পূজা। এখানে মহালয়ার পরের দিন থেকে নহবতের আসর বসে। কথিত আছে,চৌধুরীদের কোন এক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদেশ পান যে দ্বারকেশ্বর নদীতে একটি নিমকাঠ ভেসে আসছে সেটিকে এনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবী মেনে পুজা করতে। সেই স্বপ্নাদেশ মেনে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কুলোদেবী মৃন্ময়ীর আদলে সেই নিমকাঠের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দেবী দুর্গার পূজা হয়। তবে এই মৃন্ময়ী মা দুর্গা দশভূজা নন, দ্বি-ভূজা। মহালয়ার পরের দিন থেকে জমিদার বাড়ির পুরাতন চৌহদ্দিতে সাতদিন ধরে চলে নহবত। এখানে পুরাণ মতে পূজিত হন মা জগৎগৌরী। যেহেতু দেবীমূর্তি নিমকাঠের তৈরি, তাই তা বিসর্জন করা হয় না। সারা বছর নিত্য পুজো চলে। দুর্গাপুজোর সময় ভোগ দেওয়া হয়। এখন সেই রাজা ও জমিদার প্রথা নেই। তাই জমিদার বাড়ির অবস্থা বদলেছে অনেকটাই। প্রাসাদ ও দূর্গাবাড়ির চুন- সুরকি খসে পড়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সেই দুর্গাদালানে আজও প্রাচীন রীতি মেনে দেবী দুর্গা মা মৃন্ময়ী জগৎগৌরীর আরাধনায় মেনে ওঠেন চৌধুরী পরিবারের সদস্য ও এলাকার মানুষ। এখন জমিদারি না থাকলেও পূর্বপুরুষেরা মা দুর্গাকে প্রায় সত্তর বিঘা জমি গিয়েছেন তার যা আয় থেকেই পূজার আয়োজন করা হয়।এতেও কম পড়লে নিজেদের থেকে দেওয়া হয়।

গৃহবধূর শিল্পকর্মে সরকাঠি দিয়ে নির্মিত ছোট্ট দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছোট্ট প্রতিমা! কিন্তু নজর কেড়েছে অনেকের। বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহির বাসিন্দা, গৃহবধূ অর্পিতা সরকারের হাতে তৈরি সম্পূর্ণ সরকাঠি দিয়ে বানানো ১ দশমিক ৭ ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমাই এখন সংবাদ শিরোনামে। দুই সন্তানের জননী অর্পিতার বানানো এই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ-সহ ত্রিশূল ধারিণী দেবী দুর্গার কথা এখন বাঁকুড়ার ঘরে ঘরে।

তবে এই অসাধ্য সাধন এক দিনে হয়নি, স্বামী, সন্তান, সংসার সামলে অবসর সময়ে সর কাঠি, ব্লেড আর আঠার সঙ্গে অসীম ধৈর্যের মিশেলে গৃহবধূ অর্পিতার হাতে আস্তে আস্তে পূর্ণতা পেয়েছে দেবী মূর্তি। অর্পিতা সরকার বলেন, 'এই কাজে আমার প্রথাগত শিক্ষা নেই, পুরো কাজটাই

ভালোবেসে করা। বিগত বছরগুলিতে তেজ পাতা, ভুট্টার খোসা দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। সন্তানদের পরীক্ষার কারণে এবার তেমন কিছুই করার ইচ্ছা ছিলনা, তবে মানুষের আগ্রহই নতুন করে ভাবতে সাহায্য করেছে।'

বাড়ি থেকে ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার সকাল থেকেই পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। রাস্তার ধারে জমে ছিল আবর্জনা। স্থানীয়রা প্রথমে মনে করেছিলেন আবর্জনা থেকে হয়তো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে স্থানীয়রা দেখেন আবর্জনার স্তূপের পাশের একটি বন্ধ ঘর থেকে সেই পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশকে খবর দেন তাঁরা। কাঁকসা থানার পুলিশ এসে বাড়িত ভেতর থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। এলাকা জুড়ে ঘটনার কথা চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় পানাগড়ের রেলপাড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মানিক পাল (৫৫)। স্থানীয়দের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ির বাইরে বের হননি মানিক বাবু। হয় তো অনেকদিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ঘরের ভিতরেই। প্রতিবেশী কৈলাশ আগরওয়াল জানান, তিনি নিয়মিত খাবার দিতেন। গত কোয়েকদিক ধরে দরজা বন্ধ ছিল।পরিবারের লোকজন কোথায় থাকে। তাদেরও কোনো খোঁজ নেই।

SBI এসবিআই এইচএলসি খড়গপুর (৬৪১৭৫)
৩য় তল, টাওয়ার -০১, অটল রিয়েল এস্টেট, পো - ইন্দা
খড়গপুর, পিন - ৭২১৩০৫, ইমেল : sbi.64175@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, একটি **মূল স্বত্ব দলিল নং ০২২১৩ তারিখ ২৮.০৩.২০১১, শ্রী নির্মল চন্দ্র গড়াই, পিতা শ্রী গণেশ চন্দ্র গড়াই,** নিবাস, ইন্দা, বামুনপাড়া, পো : ইন্দা, থানা : খড়গপুর, **হোম লোন এ/সি নং ৩৩৬০২৯৮৪৯৫১,** আমাদের **এসবিআই এইচএলসি, খড়গপুর** হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। বিক্রয় দলিলের বিস্তারিত : মূল দলিল নং ১০১০০২২১৩ তারিখ **২৮.০৩.২০১১,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৬, পৃষ্ঠা ৫৫৯৪ থেকে ৫৬০৮, ২০১১ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর খড়গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক এরিয়া কমবেশি ৪.৫৮ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : ইন্দা, দাগ নং ২১৭৩/২৫০৮, জেএল নং ২৩২, খতিয়ান নং ৫৪১, খড়গপুর পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৩, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : খড়গপুর (টাউন)। আমরা সংশ্লিষ্ট মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে ইতিমধ্যেই খড়গপুর থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১০৫৯ তারিখ ১৭.০৯.২০২৫ দায়ের করেছি।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে **এইচএলসি, খড়গপুর** নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২০.০৯.২০২৫ — চিফ ম্যানেজার, এসবিআই এইচএলসি খড়গপুর

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.১০.২০২৫
সময় ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৮.১০.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (এক কোটি উনআশি লাখ এগার হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা)** ০৪.০১.২০১৭ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নীলেশ দোশী এবং শ্রীমতি অমি দোশী ঠিকানা** - ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য **১,৩৯,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১৩,৯০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, সোনারপুর, জমির এরিয়া ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ৮৭৬,আরএস দাগ নং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫০, **উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬৯৫-২০০৭ সালের তারিখ ১৫.০৩.২০০৭, সম্পত্তি শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশী এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩০৭, পূর্বে : প্লট দাগ নং ৩০৭, পশ্চিমে : আনসার আলি শেখ এর প্লট ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.১০.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২০.০৯.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম বি
(দ্রষ্টব্য রুল ৭(২)
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ১০২ অধীনে)

সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর) বনাম শ্রী গণেশন নটরাজন (ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এনর কোক লিমিটেড, CIN: L65921TN1985PLC070358) (সিপি(আইবি)/১১(সিএইচই)/২০২২) উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১১.০৯.২০২৫, ২০১৬ সালের আইবিসি এর ধারা ৯৫(১) অধীন

১. মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, ডিভিশন বেঞ্চ-১, চেন্নাই, নির্দেশ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, অনুযায়ী ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ধারা ৯৫(১) অধীনে আবেদন অনুমোদন করেছেন ব্যক্তিগত জামিনদাতা এনোর কোক লিমিটেড (CIN: L65921TN1985PLC070358) এর বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া চালু করার এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে(আরপি) নিযুক্ত করেছেন।
২. সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ১০২ অনুযায়ী ব্যক্তিগত জামিনদাতা শ্রী গণেশন নটরাজন এর বিনিয়োগকারীগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, দেউলিয়া শুরুর তারিখে তাদের দাবি দাখিল করতে।

দেউলিয়া মামলার বিবরণ
ক) ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম : শ্রী গণেশন নটরাজন, পিতা শ্রী গণেশন রাজারামন, ১৪, সাউথ এন্ড পার্ক, ১বি, ল্যান্সডাউন, কলকাতা ৭০০০২৯
খ) প্রস্তাবক পেশাদারের নাম : শ্রী মনীশ জৈন, এফসিএ, সিএস, সিডব্লুএ, IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-18/11023, এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত।
গ) দাবি দাখিলের জন্য আরপি এর ঠিকানা : রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, বজরং ভবন, লাল বাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা-৭০০০১২।
ঘ) দাবি দাখিলের জন্য ইমেল : pirp.ganesannatarajan@gmail.com/ipcamanishjain@gmail.com
ঙ) মোবাইল : ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
চ) দাবি দাখিলের শেষ তারিখ : ১০.১০.২০২৫
ছ) দাবি দাখিলের ফর্ম :
- ফর্ম সি - আর্থিক বিনিয়োগকারীগণের দাবির জন্য
- ফর্ম ডি - পরিচালন বিনিয়োগকারীগণের(আর্থিক বিনিয়োগকারী ব্যতীত) দাবির জন্য
- ফর্ম ই - জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের দাবির জন্য
- ফর্ম এফ - শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগকারীগণের দাবির জন্য

সংশ্লিষ্ট ফর্ম আইবিবিআই ওয়েবসাইট (www.ibbi.gov.in) থেকে ডাউনলোড করা যাবে বা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুরোধ পাঠিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা/ চেন্নাই
তারিখ : ২০.০৯.২০২৫
স্বা/- (মনীশ জৈন) প্রস্তাব পেশাদার

মহালয়ার আগে ভাগীরথীর ঘাটগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রবিবার মহালয়া। মহালয়ার সকাল মানেই ভাগীরথীর ঘাটে ঘাটে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ। সেই অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছে কালনা পুরসভা। শুক্রবার সকাল থেকেই পুরকর্মীদের নিয়ে শুরু হয় ঘাট পরিষ্কার রাখার বিশেষ অভিযান। কালনার মহিষমর্দিনীতলা ঘাট-সহ বিভিন্ন ঘাটে পুরসভার তরফে চলে সাফাইয়ের কাজ। ঘাটের চারপাশে জমে থাকা আবর্জনা সরানো হয়, জলে নামার পথ পরিষ্কার করা হয় এবং নোংরা জমতে না দেওয়ার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছর মহালয়ার দিন হাজার হাজার মানুষ তর্পণ করতে ঘাটে ভিড় জমান। তাঁদের সুবিধার্থে ঘাটকে

পরিষ্কার ও নিরাপদ রাখা খুবই জরুরি। তাই আগে ভাগেই এবছর সাফাই অভিযানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কালনা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা কনজারভেন্সি বিভাগের চেয়ারম্যান অনিল বসু জানান, 'মহালয়ার দিন যাতে ভোর থেকেই ভক্তদের তর্পণ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য পুরসভার তরফে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ঘাটের একটি অংশ নেট দিয়ে ঘিরেও দেওয়া হবে।'

পাঁচ পুতুল মনসা মন্দিরের বাৎসরিক পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: ৩০৭ বছরে পদার্পণ করেছে বুদবুদের সোঁয়াই গ্রামের পাঁচ পুতুল মনসা মন্দিরের পুজো। এই মন্দিরে দেবী মনসা সপরিবারে পূজিত হন। প্রতি বছরের মতো এই বছরও এবছরও মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজো উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মন্দির প্রাঙ্গনে। এবছর পুজো উপলক্ষে গত কয়েক মাস ধরে নানান সমাজ সেবামূলক কাজ করেন পুজো কমিটির সদস্যরা। শুক্রবার ২০০ জনকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্টজনেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বুদবুদ থানার এক পুলিশ আধিকারিক। দুর্গাপুজোর মতোই তাদের এই মন্দিরের পুজোয় সকলেই মেতে ওঠেন।

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার বেহালা (১৭৮৯৯)
জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল আইডি - sbi.17899@sbi.co.in
পুনরুদ্ধার বিজ্ঞপ্তি

তিস্তা সরকার একতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ১২১, সরকারহাট লেন, বাহাদুর মঠের নিকট, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১	মহম্মদ ওয়াসি একতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ১২১, সরকারহাট লেন, বাহাদুর মঠের নিকট, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১
তিস্তা সরকার, পিতা তরুণ সরকার ২৯১/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা থানার নিকট, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪	মহম্মদ ওয়াসি ১৩২, মাদুল দাঙ্গা রোড বাই লেন, রব্বানি মসজিদের নিকট, শ্যামনগর উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৩৩

রেফারেন্স নং HLC/BEH/GEN/25-26/329 **তারিখ ১৬.০৯.২০২৫**
প্রিয় মহাশয়,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : তিস্তা সরকার এবং মহম্মদ ওয়াসি
এ/সি নং : ৩৯১৩২৭৪০৫৯৪, ৪০১৯৬৭৮৭৯১৩ এবং ৩৯১৩২৭৫০৮৬৩
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১৮.০২.২০২৫** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৪.০৬.২০২৫** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

ক্রম নং	বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখল নোটিশের তারিখ
১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, অবস্থিত পিছনের অংশে তিনতলায় তিনতলা ভবনের পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি এবং এক টয়লেট এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বৈদ্যুতিক সংস্থাপন তপশিল সি তে বর্ণিত মতে অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান নং ২০১৪১৪০৬৯৭, বরো ১৪, ওয়ার্ড নং ১২৬, তারিখ ১১.০২.২০১৫ অনুমোদন কলকাতা পৌর সংস্থা কর্তৃক উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৪৮, সরকারহাট লেন (ডাক ঠিকানা : ১২১, সরকারহাট লেন), থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা : ৭০০০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৬,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তপশিল এ তে বর্ণিত মতে উক্ত ফ্ল্যাট সংযুক্ত প্ল্যানে লাল কালিতে চিহ্নিত। **উত্তরে :** গণেশ চন্দ্র মজুমদারের ভবন, ৩৬৪, মধুসূদন পল্লি, কলকাতা : ৭০০০৬১, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **পূর্বে:** বিজন মন্ডলের ভবন, ৩৫৭/৩৭৪, দক্ষিণ বেহালা রোড, মধুসূদের পল্লি কলকাতা : ৭০০০৬১, **পশ্চিমে :** উষারানি দাস এর ভবন, স্বামী মুকুন্দলাল দাস, ১২২, সরকারহাট লেন, কলকাতা : ৭০০০৬১। **সম্পত্তি তিস্তা সরকার এবং মহম্মদ ওয়াসি এর নামে,** দলিল নং ১৬৩০০০৫০৪-২০২০সালের, নথিভুক্ত বুক নং -১, ভল্যুম নং ১৬৩০-২০২০, পৃষ্ঠা ২৫০৯০ থেকে ২৫১৩২, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -৫, আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **মোট বকেয়া পরিমাণ ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী ২৬,৮৭,৩৩১ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ সাতাশি হাজার তিনশো একত্রিশ টাকা) এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের ওপর এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য মতে সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় বকেয়া।	১. ১৮.০২.২০২৫ ২. ২৪.০৬.২০২৫

আমরা এতদ্বারা আবারও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদ(গুলি) উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

তারিখ : ২০.০৯.২০২৫, স্থান : বেহালা — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

২০০ বছর ধরে শাক্ত মতে হয়ে আসছে সরপি'র কর্মকার পরিবারের দুর্গাপুজো

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

লাউদোহা: দুর্গা পুজো বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই পুজোর সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালির ঐতিহ্য ও পরম্পরা। বর্তমান সময়ে সমস্ত সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে সব বাঙালি সামিল হন এই উৎসবে। কিন্তু অতীতে চিত্রটা ছিল অন্যরকম। সেই সময়ে মূলত রাজা, জমিদার অথবা সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কিনবা উঁচু জাতেরা দুর্গা পূজার আয়োজন করত। তপশিলিদের দিয়ে পুজোর আয়োজনের কাজ করানো হলেও, পুজোর সময় তাঁদের মন্দিরে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। প্রতিমা দর্শন তাঁদের দূর থেকেই করতে হতো। সেই কারণে পরবর্তী সময়ে তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষজন সম্মিলিতভাবে অথবা এককভাবে দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু করে। সরপি গ্রামের কর্মকার পরিবারের দুর্গাপুজো তারই একটি উদাহরণ। পুজোটির সূচনা কে করেছিলেন, তা জানা না থাকলেও কর্মকার পরিবারের দাবি, তাঁদের পুজো প্রায় ২০০ বছর আগে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে তিনটি শরিক পরিবার রয়েছে, তাঁরা পালা করে প্রতিবছর পুজোর আয়োজন করেন। পুজোটি হয় শাক্ত মতে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। এখানে পরম্পরা

অনুযায়ী হয় ছাগ বলি। আগে মন্দির ছিল ছোট পরিসরে। চলতি বছর মন্দিরটি সংস্কার করা হয়। শুক্রবার নবনির্মিত মন্দিরে আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজো অর্চনার। পরিবারের সদস্য হেমন্ত কর্মকার বলেন, 'বর্তমানে পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৭০ জন। প্রতিবছর পুজোতে সবাই অংশ নেন। ফলে পুজোর দিনগুলি পারিবারিক মিলন মেলার রূপ নেয়।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

(রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নাম - মেসার্স প্রদীপ কুইতি, স্বত্বাধিকারী - শ্রী প্রদীপ কুইতি, এ/সি নং - এমএসএমই-সিসি-৩৪৯৭৬৫৮৫২৫৯
যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল শাখা (কোড - ১৫১৯৬) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের ২০০২ এর ৫৪ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.০৫.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স প্রদীপ কুইতি, স্বত্বাধিকারী কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা বিজয় কুইতি, ঠিকানা : গ্রাম -খেজুরবেড়িয়া, পো এবং থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭২১৬৩২ এবং জমিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : অশোক কুইলা, পিতা প্রয়াত নিরঞ্জন কুইলা, ঠিকানা : গ্রাম : পদুমবাসন, পো : তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭২১৬৩৬, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৫৫,৪০,২৩০.০০ টাকা (পঞ্চান্ন লাখ চল্লিশ হাজার দুশো ত্রিশ টাকা) টাকা ২৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী ২৭.০৫.২০২৫ পর্যন্ত** হিসেব করা সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ এবং জরিমানা প্রযোজ্য মতে ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের আহ্বান করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা /জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** এসএআরবি, সাউথ বেঙ্গল শাখা (কোড - ১৫১৯৬) **৫৫,৪০,২৩০.০০ টাকা** (পঞ্চান্ন লাখ চল্লিশ হাজার দুশো ত্রিশ টাকা) টাকা **২৭.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** এবং চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ, জরিমানা সুদ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তি(গুলির) বিবরণ

১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ ২৪ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা :খেজুরবেড়িয়া, জেএল নং ৮৬, আরএস খতিয়ান নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ২২৩/১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮৯, গ্রাম - খেজুবেড়িয়া, থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-০২৯৯২,বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫, পৃষ্ঠ ৩৩২ থেকে ৩৪৩-২০১৪ সালের নথিভুক্ত ডিএসআর সমীপে, পূর্ব মেদিনীপুর, তমলুক। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অর্জুন মাইতি; **পূর্বে :** মালিকের জমি সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মালিকের জমি সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** মালিকের জমি সম্পত্তি।
সম্পত্তির মালিক : সম্পত্তি শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা শ্রী বিজয় কুমার কুইতি।

২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ এরিয়া ২-৭/১০ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : খেজুরবেড়িয়া,জেএল নং ৮৬, আরএস খতিয়ান নং ২২, এলআর খতিয়ান নং : ১৪৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২২৯/৭৫৩, গ্রাম খেজুরবেড়িয়া, থানা : নন্দকুমার, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, দলিল নং ১-২৬৪৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০৩, পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে ১২১-২০০৬ সালের। নথিভুক্ত এডিএসআর -পূর্ব মেদিনীপুর। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** বিভূতি ভূষণ জানার সম্পত্তি; **পূর্বে :** সম্পত্তি দাগ নং ২১৯; **দক্ষিণে :** লক্ষ্মীকান্ত গিরি এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** সম্পত্তি দাগ নং ১১৩/৭৫৫।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : সম্পত্তি : শ্রী প্রদীপ কুইতি, পিতা শ্রী বিজয় কুমার কুইতি।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত পূর্বের ১৩(৪) অধীনে ইস্যুকরা নোটশ(গুলি) বাতিল বা প্রত্যাহৃত, যদি কিছু থাকে।

স্থান - নন্দকুমার, পূর্ব মেদিনীপুর
তারিখ - ১৮.০৯.২০২৫
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি, কলকাতা

ইংরেজদের শত চেষ্টায় বন্ধ করা যায়নি মোষ বলি প্রথা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তার পরেই শুরু হবে বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। তাই বুদবুদের সোঁয়াই গ্রামের মুখার্জি বাড়ির সদস্যদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। ৩৩২ বছর আগে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন পরিবারের সদস্য বাসুদেব মুখার্জি। শোনা যায়, এই গ্রামেই ছিল টোল অর্থাৎ পাঠশালা। আর এই টোলেই শিক্ষা গ্রহণে আসেন মুখার্জি বাড়ির পূর্ব পুরুষ বাসুদেব মুখার্জি। এই গ্রামেই পড়াশোনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পরে এই গ্রামেই বসবাস শুরু করেন তিনি। বাসুদেব মুখার্জির আদিবাড়ি পূর্ব বর্ধমানের বাকলসার গ্রামে। সেখানে তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো। তিনি যখন সোঁয়াই গ্রামে বসবাস শুরু করেন, তখন বাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন এই গ্রামে। কিন্তু দেবীকে সোঁয়াই গ্রামে আনার সময় ঘটে বিপত্তি। দেবীকে কাঁধে করে আনার সময় তৎকালীন বর্ধমানের রাজা তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ভ্রমণে বের হন। রাস্তায় মুখোমুখি হয় রাজার সৈন্য ও দেবীর। একদিকে সৈন্যরা বলেন, তাঁরা রাস্তা ছাড়বে না, অপর দিকে যারা দেবীকে কাঁধে করে নিয়ে আসছিলেন তাঁরাও জেদ ধরে বসেন দেবীকে নিয়ে কোনওভাবেই তাঁরাও রাস্তা ছাড়তে বাধ্য নয়। অগত্যা রাস্তায় আটকা পরে রাজা নিজেই কারণ খুঁজতে এগিয়ে আসেন। এরপর কারণ শুনে নিজেই দেবীকে প্রণাম করে রাস্তা ছেড়ে দেন। পরে তিনি দেবীর জন্য বেশ কিছু জমিও দান করেন। তারপর থেকেই সোঁয়াই গ্রামেই মহা ধুমধামে পুজো হয়ে আসছে ৩৩২ বছর ধরে দেবী দুর্গার। এখানে শাক্ত মতেই পুজো হয়। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় পুজো। সপ্তমীর দিন বেলি বরণ, দোলা আনা, ছাগ বলি থেকে কুমারী পুজা সব নিয়ম প্রথা মেনেই পুজো হয়ে আসছে আজও। সপ্তমীর দিন ছাগ বলি হলেও অষ্টমীর দিনে এক রঙের ছাগ বলি হয় এখানে। নবমীর দিনে মোষ বলি প্রথা চালু আছে প্রথম দিন থেকেই। সঙ্গে ভেড়া বলি। এছাড়াও আখ,চালকুমড়ো ছাড়াও বিভিন্ন জিনিস বলি হয়। পুজোর দিনে ভোগ নৈবিদ্য দেওয়া হয় রোজ। পুজোর চারটে দিন বাড়িতে মহিলাদের রান্না বান্নার কাজ থাকে না, তাই তারাও এই চারটে দিন পুজোতে মেতে ওঠেন আনন্দে। পুজোর চারটে দিন নর-নারায়ণ সেবার আয়োজন থাকে প্রতি বছরের মতো। পুজোর সব থেকে বড় আকর্ষণ হল এখানকার মোষ বলি। নবমীর দিন আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ বলি দেখতে ভিড় জমান মন্দিরে। শোনা যায় আগে দুটি করে মোষ বলি হতো। একবার পুজোর সময় নবমীর আগের দিন একটি মোষের গলায় দড়ির ফাঁস লেগে মৃত্যু হয় সেই থেকেই দুটির বদলে একটি মোষ বলির প্রথা চলে আসছে। তবে, পরিবার সূত্রে জানা যায়, মোষ বলি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয় ইংরেজরা। তারা সেই সময় তৎকালীন জেলাশাসককে দিয়ে বলি প্রথা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু, হঠাৎই পুজোর সময় জেলাশাসক নিজে এসে পুনরায় বলি চালু করতে বলে যান। কারণস্বরূপ তৎকালীন জেলাশাসক তাদের জানান, রাতে তাঁর ঘুম হচ্ছে না, সবসময় নানান দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে কেউ ত্রিশূল নিয়ে তাঁকে মারতে আসছে। এক প্রকার অসুস্থ হয়েই পড়েছিলেন তিনি। তাই বলি প্রথা বন্ধ করা যাবে না। মুখার্জি বাড়ির সদস্যরা বলেন, 'পুজোর কয়েকটা দিন যে যেখানেই থাকুক, সবাই এসে হাজির হয় পুজোতে। বাড়ির সদর দরজার উপরে একসময় নহবত বসত। তবে এখন সেখানে ফাঁকাই থাকে। গোটা পরিবার মিলে আনন্দে কাটান পুজোর চারটে দিন।'

অতীত আবাহনে জেগে ওঠেন মৌতড়ের বুড়ি দুর্গা

মোষবিহীন দেবীর প্রসাদে দেওয়া হয় মদ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: দেবী দুর্গার নাম বুড়ি দুর্গা। দশভূজা শিবানীর পায়ের তলায় নেই মোষ।

তবে আছে নতজানু অসুর। ৫০০ বছরের বেশি প্রাচীন বুড়ি দুর্গার সঙ্গে গণেশ ও কার্তিকের অবস্থান এখানে উল্টো অর্থাৎ দেবীর ডানে কার্তিক আর বাঁ দিকে থাকেন গণেশ। দেবীর প্রসাদে দেওয়া হয় মদ। প্রায় পাঁচশো বছরের থেকেও বেশি সময় ধরে চলছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের মৌতড় গ্রামের বুড়ি দুর্গার বৈচিত্র্যময় এই পুজো। ছোট বাজেট হলেও প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য আর প্রাণের টানে বুড়ি দুর্গার থানে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা।

মৌতড়ের বুড়ি দুর্গার পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন শক্তিপদ ভট্টাচার্য, মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবল সমীর, দেবদাস ভট্টাচার্যরা। তাঁরা জানান, ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই পুজো চলছে। এই বুড়ি দুর্গার পুজো চালু করেছিলেন গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। তার আদি বাড়ি নদিয়ার বাঁশবেড়িয়ায়। তিনি সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের রাজসভায় পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। পুরুলিয়ার কাশিপুরের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিং দেও তাঁকে রাজসভায় নিয়ে আসেন। কয়েক বছর কাশীপুরের রাজ দরবারে থেকে তিনি ফিরে যেতে চান। কিন্তু রাজা গৌরিকান্তবাবুকে আর ফিরে যেতে দেননি। রাজা তাঁকে রঘুনাথপুর ২ ব্লকের বাঁন্দা এলাকায় জমি দেন। বসবাস করার জন্য বাঁন্দার কাছে মধুতটি ওরফে মৌতড়ে জমি দেন। তখন মৌতড় গ্রামটি ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। কিছু মানুষজন বসবাস করত। বসতবাড়ি করার পরে তিনি রাজার দেওয়া জমি চাষিদের চাষ করতে দেন। কিন্তু, জমির ফসল ওঠার আগে কে বা কারা তা নিয়ে পালিয়ে যায়। বেশ কয়েকবার চাষ করে ফসল পেলেন না তিনি। সেই খবর রাজাকে জানাতেই রাজা ধান চাষ করার পরে সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন পাহারা দেওয়ার জন্য। ধান ঘরে তোলার আগে একদিন গৌরীকান্তবাবু রাতে সৈন্যরা ঠিকমত পাহারা দিচ্ছে কিনা তা দেখতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি দেখেন একটি বুড়িকে মাঠ থেকে সৈন্যরা আটক করেছে। ওই বুড়ি মহুল ফল খেয়ে মাতালের মত ঢুলছিলেন। সৈন্যরা আটক করতেই বুড়ি দেবী দুর্গার রূপ ধারণ করেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত দেবীকে সেদিন যেমন রূপে দেখেছিলেন সেইমতো দুর্গার প্রতিমা তৈরি করে পুজোর নির্দেশ দেন। সে বছরই মৌতড়ে মন্দির গড়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়। তখন থেকে ওই পুজোর নাম হয় বুড়িদুর্গা। গৌরিকান্ত ভট্টাচার্যের পরিবারের লোকেরাই এখন এই পুজো পরিচালনা করছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, এখনও বোধনের দিন দেবীকে গ্রামের বড়পুকুর থেকে পালকিতে মন্দিরে আনা হয়। দেবীর প্রসাদে মাছ, মাংস ,ভাত সহ মোট ১৩ রকমের ভোগ থাকে। সঙ্গে মদ দেওয়ার রীতি রয়েছে। কারণ পূর্বপুরুষদের দেখা বুড়িরূপী দেবী দূর্গা মহুলের নেশায় ঢুলছিলেন। মোষবিহীন দুর্গা কেন? উত্তরে পরিবারের লোকেরা জানান, পুজোর প্রতিষ্ঠাতা গৌরাকান্ত ভট্টাচার্য দেবীকে যখন দেখতে পেয়েছিলেন, সেদিন দেবীর পায়ের কাছে নতজানু অসুরকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু মোষ ছিল না। কার্তিক ও গণেশের অবস্থানও ছিল উল্টো। তাই সেই রীতি এখনো চলছে। পরিবারের সদস্য দেবদাস ভট্টাচার্য বলেন,' মৌতড় গ্রামের মা বড় কালী পুরুলিয়া জেলার প্রথম তথা রাজ্যের অন্যতম। সেই মা বড়কালীর প্রতিষ্ঠার আগে এই বুড়িদুর্গার প্রতিষ্ঠা।' তিনি আরো বলেন, 'সরকারের দেওয়া পুজো কমিটি গুলিকে সাহায্য দেওয়া হলেও প্রচীন মৌতড়ের বুড়ি দুর্গা পুজোই বঞ্চিত।'

ধ্বংসের মুখে চাষযোগ্য জমি, কাঠগড়ায় কারখানা ও ইসিএল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুরিয়া থানার অন্তর্গত ধোবা ডাঙা গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় চাষাবাদ করে আসছেন। বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য কাছেই একটি খাল ছিল। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড চরণপুরে একটি খনি নির্মাণের পর, খালটি পাথর ও মাটি দ্বারা ভরাট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। যার ফলে চাষের জমিতে জল ঢুকে পড়ে ক্ষতি করছে চাষের। স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার এই বিষয়ে প্রশাসনকে অবহিত করেছেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামের বাসিন্দা আজিমুল্লাহ জানিয়েছে, চলতি বছরের মে মাসে একটি বেসরকারি সংস্থা এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল খালটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এবং কাছাকাছি একটি সেতু নির্মাণের ফলে জল নিষ্কাশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে জমি জলমগ্ন হয়ে পড়ে ফসলের ক্ষতি করছে। কিন্তু আবেদন করেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং আজ যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তাই ঘটেছে।

তিনি বলেন, কমপক্ষে ৩০ বিঘা জমির ধানের ফসল ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সামজাদ মুল্লা বলেন, 'পাঁচ মাস আগে গ্রামবাসীরা ওম সারদা গ্রুপ এবং ইসিএল-এর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে ভবিষ্যতে তাদের ফসল নষ্ট হতে পারে। কারণ জল ক্ষেতে প্রবেশ করবে। তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থ কবরস্থানেও জল প্রবেশ করেছে। কিন্তু কোম্পানি বা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড কেউই কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।' এবার শুক্রবার তাঁরা যা আশঙ্কা করেছিলেন তা ঘটেছে দাঁড়িয়ে থাকা ফসল ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এখন দেখার বিষয় কবে এলাকার মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে ইসিএল ও এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি কারখানা কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙে।

দুর্গার মুখ চুরি, ধৃত পরিযায়ী শ্রমিককে খুঁটিতে বেঁধে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কাঠামোর থেকে মা দুর্গা প্রতিমার দুটি মুখ উপড়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসানসোলের মহিশীলা কলোনির পাল পাড়ায়। জানা গিয়েছে, মৃৎ শিল্পী বাপি পালের কারখানায় উধাও হয়ে যায় মা দুর্গার মুখ। আবার চুরি যাওয়া ওই মুখ দুটি উদ্ধার হয় ঘটনাস্থলের পাশে হরিরঞ্জন পাল নামে আরেক মৃৎ শিল্পীর কারখানা থেকে। ঘটনায় অভিযুক্ত একজন পরিযায়ী শ্রমিককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রেখে চলে বেদম মারধর। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় সন্দেহভাজন অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম প্রীতম ঠাকুর। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের জসিডিতে। চুরির কথা সে স্বীকার করেছে। মৃৎশিল্পী বাপি পালের দাবি, ওই দুটি মা দুর্গার মুখের ছাঁচ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যা গোটা পাল পাড়ার কোনও কারখানার মধ্যে নেই। ছাঁচের বা ডায়াসের লোভেই মুখ দুটি উপরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে ওই পরিযায়ী শ্রমিক একা দায়ী নন। সন্দেহ এর পেছনে আরও কেউ আছে। প্রীতমকে দিয়ে এই চুরি করানো হয়েছে। হরিররঞ্জন পালের দাবি, এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। প্রীতম ঠাকুর তাঁর কারখানায় দুমাস ধরে কাজ করছে। বৃহস্পতিবার সারাদিন সে উধাও ছিল। বাপি পালের বক্তব্য, ওই মূর্তি দুটি শুক্রবারই পুজো কমিটির হাতে হস্তান্তর করার কথা ছিল। ঘটনার খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অভিযুক্তকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

চণ্ডীপাঠের বদলে গোঘাটের চৌধুরী বাড়িতে মা দুর্গার এক লক্ষ বার জপ হয়

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোগুলিকে ঘিরে নানা অজানা ইতিহাস ও কথিত গল্প শোনা যায়। আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের গোয়ালসাড়া গ্রামের চৌধুরী জমিদারদের দুর্গাপুজোকে ঘিরে রয়েছে প্রাচীন ঐতিহাসিক গল্পকথা। এখনও জমিদার বাড়ির কাছাড়ি বাড়ির অস্তিত্ব রয়েছে। যেখানা মা দুর্গার আরাধনা চলতো। ভগ্ন কাছাড়ি বাড়ি থেকে মা-কে সরিয়ে নতুন কাছাড়ি বাড়িতে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোর প্রধান বিশেষত্ব হল প্রতিপদে ঘট উত্তোলনের পর থেকেই প্রতিদিন মা দুর্গা ও মধুসূদন তথা নারায়নের জপ শুরু হয়। মা দুর্গার চণ্ডীপাঠের বদলে এক লক্ষ জপ করা হয়। একজন কুল পুরোহিত মা দুর্গার জপ করেন আর অন্য জন ব্রাহ্মণ্য মধুসুদনের জপ করেন। মোট দুই লক্ষ জপ করা হয়। প্রতিপদ থেকে এই জপ শুরু হয় এবং শেষ হয় দশমিতে। এই জমিদার বংশের কুলদেবতা জয় দুর্গা ও মধুসূদন। বর্তমান বংশধর শঙ্কর প্রসাদ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের পুজো প্রায় তিনশো বছরের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। জমিদার জগন্নাথ চৌধুরীর হাত ধরে প্রায় ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে পুজোর সূচনা হয়।' জানা গেছে, বর্ধমান রাজার আমলে গোয়ালসাড়ার চৌধুরী জমিদার বংশের পত্তন হয়। সেই সময় বাংলায় নবাবরা রাজত্ব করছে। তৎকালীন সময়ে ওই এলাকাটি বন্দর নগরীর পাশাপাশি ঘন জঙ্গল আর জলাভূমি। স্বাভাবিক ভাবেই ডাকাতরা বসবাস করতো। বর্ধমানের রাজা ডাকাতদের কড়া হাতে দমন করতে শুরু করলে ওই এলাকার ডাকাতরা তাদের আরাধ্য দেবতা জয় দুর্গাকে জমিদার জগন্নাথ চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে চলে যান। জমিদার মা দুর্গাকে সাদরে বরণ করে কাছাড়ি বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের আশীর্বাদে জমিদারির বৈভব ও ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায়। জমিদারির সাথে সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই বিষয়ে ওই জমিদার বাড়ির কুলবধূ মনু চৌধুরী বলেন, 'প্রায় ৩০০ বছরের পরম্পরা অনুযায়ী আমাদের এই পুজোর রীতিনীতি পালিত হয়ে আসছে। আমরা আমাদের শ্বাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। পরম নিষ্ঠার মাধ্যমে জমিদারী রীতি মেনে প্রতিপদে ঘট ওঠে। আগে অন্দর মহলে থেকেই পুজোর কাজ করতে হত। বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না। এখন পুজোতে সামিল হই। তবে এখনও পুজোর বরণ কুল পুরোহিত করেন এবং মা দুর্গার বিসর্জন হয়। বাড়ির মেয়েদের বরণ করার অধিকার নেই।' সবমিলিয়ে গোঘাটের গোয়ালসাড়ার চৌধুরী জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোয় বনেদিয়ানা ও পরম্পরা বজায় আছে।

অবিভক্ত বাংলার প্রথম নবরত্ন মন্দির

৩৫০ বছরের ঐতিহ্যে পূজিত হবেন বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মা সর্বমঙ্গলার আসল নাম মা সর্বলা। সবার মঙ্গল করে বলে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে এর নাম মা সর্বমঙ্গলা। মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান পুরোহিত করুন কুমার ভট্টাচার্য জানান, মন্দিরটিকে অনেকে শক্তিপীঠ বলে থাকেন। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের নিত্য পুজো ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাজবংশের শেষ যুবরাজ উদয়চাঁদ মহতাব ট্রাস্ট কমিটি গঠন করেন। এই পুজো প্রায় ৩৫০ বছরেরও বেশি পুরনো। সর্বমঙ্গলার ঘট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শারদ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়ে থাকে পূর্ব বর্ধমানে। কুমারী পুজোর রীতি আছে এখানে। বাদ্যযন্ত্র সহকারে বিশাল শোভাযাত্রার ঢল নামে পুন্যার্থীদের। দেবী সর্বমঙ্গলার ঘট পূর্ণ জল নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি নানা পথ পরিক্রমা করে। সর্বমঙ্গলা দেবীর মূর্তি কষ্টিপাথরের অষ্টাদশভূজা সিংহবাহিনী 'মহিষমর্দিনী'। বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির অবিভক্ত বাংলার প্রথম নবরত্ন মন্দির। প্রাচীন এই মন্দির বর্ধমানের মানুষের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান। কথিত আছে, 'প্রায় ৩৫০ বছর আগে শহর বর্ধমানের উত্তরাংশে বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়ার, বাগদী পাড়ায় বাগদীরা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে একটি শিলা মূর্তি পেয়েছিলেন। সেটিকে প্রস্তর খণ্ড ভেবে তাঁর উপরে শামুক, গুগলি থেঁতো করতেন তাঁরা। সেই সময় দামোদর নদ-লোগোয়া চুন তৈরির কারখানার জন্য শামুকের খোলা নেওয়ার সময় শিলা মূর্তিটি চলে যায় চুন ভাটায়। তখন শামুকের খোলার সাথে শিলা মূর্তিটি পোড়ানো হলেও মূর্তির কোনও ক্ষতি হয়নি। সেই রাতেই স্বপ্নাদেশ পাওয়া মাত্র বর্ধমান মহারাজা 'সঙ্গম' রায় শিলা মূর্তিটিকে নিয়ে এসে সর্বমঙ্গলা নামে পুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৭০২ সালে টেরাকোটার নিপুন কারুকার্য খচিত সর্বমঙ্গলা মন্দির নির্মাণ করেন মহারাজাধিরাজ কীর্তিচাঁদ মহতাব। মন্দিরের পুরোহিত জানান, 'সর্বমঙ্গলা মন্দিরে আরাধ্যা দেবী হলেন দেবী দুর্গা। দেবী সবার মঙ্গল করেন, তাই এনার নাম সর্বমঙ্গলা। এই দেবী বর্ধমান তথা সাড়া বাংলার আরাধ্যা দেবী। দেবী যেহেতু দুর্গা, তাই শারদীয়া উৎসব হচ্ছে প্রধান উৎসব।'

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০

শাখা অফিস (দুর্গাপুর): এমএনএভি-২০, নর্থ এভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩২১৬। শাখার ইমেল আইডি: durgapur@gichfindia.com

টেলিফোন নং ৯৯৬২২৭৪৩১৬/ ৭০০৩০৯১৪৮৮, অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন১৩ (৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে)	দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	শ্রীকান্ত ঘোষ WB0460610001848 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	জমির পরিমাণ ৫ ডেসিমেল, গাট নং- জে.এল. নং ০১, খতিয়ান নং ৪৭৭, পরিমাপ জি+১ তলা বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর ৮৮৮ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোর ৯০৯ বর্গফুট, আর.এস. প্লট নং ১২৪৮, ১২৪, সেক্টর ওয়ার্ড নং- ১৬, ল্যান্ড মার্ক- মিঠান কল্যাণেশ্বরী মন্দির, গ্রাম- কল্যাণেশ্বরী বরাকর। অবস্থান- কুলটি, তালুক- মৌজা দেবীপুর, থানা- কুলটি, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১৩৩৪৩। উত্তর- সাব প্লট নং- আর-২, দক্ষিণ- ১৫'-০" চওড়া রাস্তা, পূর্ব- ১০"-০" চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- সাব প্লট নং- আর-২০।	০৭.০৩.২০২১	২০.০৯.২০২২	৪৩,৬৫,৩৫১/- ২০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	২১,০৪,৪২৩/-
২.	বরুণ কুমার মণ্ডল এবং রূপালী মণ্ডল WB0460610001989 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	"মহানিধি অ্যাপার্টমেন্ট" ফ্ল্যাট নং- বি, ১ম ফ্লোর, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৮৬ বর্গফুট, কভার এরিয়া ৬২৮.৮০ বর্গফুট, বেসমেন্টে ৩৫ বর্গফুট একটি দু'চাকার গাড়ির জায়গা সহ, জে.এল. নং ৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৮৩, প্লট নং- আর.এস. ১৯৪, এল.আর. ৪৩৩, ল্যান্ড মার্ক- ডাবর মোড়, গ্রাম- রূপনারায়ণপুর, স্থান- রূপনারায়ণপুর বাজার, মৌজা রাঙ্গামাটিয়া, থানা- সালানপুর, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১৩৩৬৪।	০৫.০৩.২০২১	২৭.০৭.২০২৩	২৬,১৪,৮২৬/- ২০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১৪,৪২,৭৯০/-
৩.	নরেন্দ্রনাথ ভদ্র এবং সর্বাণী ভদ্র WB0460610001463 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	"দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট", ফ্ল্যাট নং- ২/এ, ফ্লোর নং- ২য়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৫ বর্গফুট, বেসমেন্টে ৮০ বর্গফুট কার পার্কিং এলাকা সহ, প্লট নং- এল.আর. ২২৫৬, গট নং- জে.এল. নং-৯১ কে.এন. আর.এস. ১৬৩, আররাহ কালিনগর, কাছে- আররাহ কালিনগর সৃজনী, গ্রাম- কালিনগর, স্থান- শঙ্করপুর, তালুক- আররাহ, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭১৩২১, থানা- এনটিপিএস।	১৩.০২.২০১৮	২৯.০৮.২০২৫	৪৪,৩০,৯২৯/- ২০.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	১৭,৩৭,০০০/-

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ২৪.১০.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ২২.১০.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী "মেসার্স. ৪ক্লোজার" এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।

২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগ নং : ৯৯৬২২৭৪৩১৬/ ৭০০৩০৯১৪৮৮

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা "ক্যাভিট এম্পটর" (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধক্দাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে তেমন আছে", " সেখানে যা কিছু আছে" এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে ।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।

সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ২০.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

আফগানিস্তানে ফের মার্কিন ঘাঁটি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ২০২১ সালে আফগানিস্তান ছেড়েছিল মার্কিন সেনা। তবে মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে ফের কাবুলিওয়ালার দেশের দখল চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নজরে রেখে আমেরিকার দাবি আফগানিস্তানের বগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি আমেরিকার হাতে তুলে দিক তালিবান। যদিও আফগানিস্তানের মাটিতে ফের মার্কিন সেনার পদধ্বনি শুনতে চায় না তালিবান। আমেরিকার দাবি স্পষ্ট ভাষায় খারিজ করে দিয়েছে তারা।

গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে চান আফগানিস্তানের বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি ফেরত পেতে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, চিনের আধিপত্য রুখতে কূটনৈতিক দিক কূটনৈতিক দিক থেকে এই ঘাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তালিবানকে বিনামূল্যে এই বিমানঘাঁটি বিলিয়ে এসেছি।

রাহুল পরিকল্পিত ভাবে দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন: রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। শুক্রবার পাটনায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'রাহুল গান্ধী পরিকল্পিত ভাবে ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা করছেন। কেন? কারণ জনগণ তাঁকে ভোট দেয় না। সেই কারণেই তিনি ২০১৪ সালের মোদীজির নির্বাচনকে ভুয়ো বলছেন। তিনি ২০১৯ সালের নির্বাচনকে ভুয়ো বলছেন। তিনি ২০২৪ সালের নির্বাচনকে ভুয়ো বলছেন। তাঁরা সকলেই ভোট কারচুপি করে জিতেছে। রাহুল গান্ধী, দয়া করে ভারতের ভোটারদের গণতান্ত্রিক পছন্দের অপব্যবহার বন্ধ করুন।'

রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, 'রাহুল গান্ধি আপনি দেশের গণতন্ত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। ২০২৩ সাল থেকে কর্ণাটকে কার সরকার আছে? কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আছে, আর সিআইডি তাদের মধ্যেই আছে। তাই, তারা তাদের হোমওয়ার্ক করে না, কিছুই বোঝে না। তিনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন এবং তথ্য বিকৃত করছেন এবং এটি রাহুল গান্ধির স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহুল গান্ধী বিরোধী দলনেতার পদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন।'

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনটিতেই জয়ী এবিভিপি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনটি আসনেই জিতল এবিভিপি। সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক এই তিনটি আসনেই জয়ী হয়েছে এবিভিপি। সহ-সভাপতি পদে জয়ী হয়েছেন এনএসইউআই--এর রাহুল ঝনসলা। নবনির্বাচিত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, এবিভিপি নেতা আরিয়ান মান বলেছেন, 'এবিভিপি তিনটি আসনে জিতেছে। আমি ১৫০০০ ভোটের ব্যবধানে সভাপতি পদে জিতেছি। আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।'

এবিভিপি নেতা কুণাল চৌধুরী বলেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রকে ভোট দেওয়ার এবং আমাকে সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি তাদের আশ্বস্ত করতে চাই, যখনই তাদের আমার প্রয়োজন হবে আমি তাদের পাশে থাকব।' এনএসইউআই নেতা রাহুল ঝানসলা বলেন, 'আমার দল সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং আমি আমার জয় আমার দলকে উৎসর্গ করছি। আমার পুরো যাত্রায় আমাকে সমর্থন করার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি একটি কঠিন প্রতিযোগিতা ছিল। জয় বা পরাজয় নির্বিশেষে আমি সকল প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাই। জীবন এখানেই থেমে থাকে না।'

বৃষ্টি অব্যাহত উত্তরাখণ্ডে, পূর্ব ও মধ্য ভারতেও আভাস

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: বৃষ্টি থেকে এখনই নিস্তার পাবে না দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। আগামী দুই-একদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরাখণ্ডে। একই পূর্বাভাস রয়েছে বিহার এবং উত্তর প্রদেশেও। এছাড়াও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। পূর্বাভাসে আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী দু'দিন পূর্ব ও মধ্য ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আগামী ২৪ ঘণ্টায় অন্ধ্রপ্রদেশ, উপকূলীয় কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং করাইকাল-সহ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে একই রকম পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আগামী চার থেকে পাঁচ দিন ধরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে।

৬০০-র বেশি রাস্তা বন্ধ, বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা হিমাচল প্রদেশের

সিমলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: প্রায় ৬০০র বেশি রাস্তা বন্ধ রয়েছে হিমাচল প্রদেশে। বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবার বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। বৃষ্টি অবশ্য এখনই থামার কোনও লক্ষণ নেই। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিমাচলে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি ও দুর্যোগে দু'টি জাতীয় সড়ক-সহ ৬০৬টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। মোট ৬০৬টি রাস্তার মধ্যে, কুল্লু জেলায় ৩ নম্বর জাতীয় সড়ক-সহ প্রায় ২০৩টি এবং মান্ডিতে ১৯৮টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। একই ভাবে সিমলায় ৫১টি, কাংড়ায় ৪০টি, বিলাসপুরে ২৭টি, সিরমৌর ও চাম্বায় ২৪টি করে, সোলানে ১৮টি, উনায় ৫০৩-এ জাতীয় সড়ক-সহ ১৪টি, হামিরপুরে পাঁচটি এবং কিন্নৌরে দু'টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে।

ময়দান

ব্যর্থ শুভমান, সঞ্জুর অর্ধশতকে ভর করেও দুশো টপকালো না ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপে শুভমান গিল দলে সুযোগ পাওয়ায় প্রথম একাদশে ওপেনিংয়ের জায়গা হারালেন সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি গিল। শুক্রবার শাহ ফয়সালের এক সুন্দর ডেলিভারিতে মাত্র ৫ রানে ফিরতে হল তাঁকে। ভারতের রান তখন মাত্র ৬। এমন সময়ে দলের ব্যাটিং বিপর্যয় সামাল দিতে নেমে পড়েন সঞ্জু। প্রথম কয়েক ওভার সতর্ক থেকে খেললেও পুরনো পার্টনারকে পেয়ে যেন নতুন করে ছন্দ খুঁজে পান তিনি। অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে অভিষেক শর্মা ঝড় তুললেন। মাত্র ১৫ বলে ৩৮ রানের এক ঝকঝকে ইনিংস খেললেন বাঁ-হাতি ওপেনার। তাঁর ব্যাটে ভর করে ভারতের ইনিংস দ্রুত গতি পেলেও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি তিনি। অভিষেক ফিরতেই ভারত চাপে পড়ে।

এরপরও থেমে থাকেননি সঞ্জু। দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন ভারতকে। কিন্তু চাপে ফেলে গেলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। মাত্র ১ রানে আউট হয়ে ফেরেন তিনি। তখন স্কোরবোর্ডে ৭৩ রানে ৩ উইকেট। এই অবস্থায় অক্ষর প্যাটেলকে সঙ্গী করে লড়াই চালিয়ে যান সঞ্জু। দু'জন মিলে ধীরে ধীরে ইনিংসকে এগিয়ে নেন। অক্ষর কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেললেও ২৬ রানের বেশি করতে পারেননি। তাঁর বিদায়ের পর আবারও চাপে পড়ে ভারত। শিবম দুবে এসেও সুবিধা করতে পারলেন না। মাত্র ৫ রানে আউট হন তিনি।

তবে এদিন ভারতের ইনিংসের প্রাণ ছিলেন সঞ্জু স্যামসন। শুরুতে সতর্কতা, মাঝের দিকে দারুণ ব্যাটিং আর শেষে দায়িত্বশীল অর্ধশতক; তাঁর ব্যাট থেকে আসে কার্যকর ইনিংস। এক প্রান্ত আগলে রেখে তিনি নিশ্চিত করেন যে ভারত অন্তত সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছতে পারে। কিন্তু অন্য প্রান্তে নিয়মিত উইকেট পতনের কারণে বড় রান সম্ভব হল না। যদিও সঞ্জুর ব্যাটিং ইনিংসকে এগিয়ে দিলেও দলকে দুইশোর গণ্ডি পের করাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ১৮৮ রানে থেমে যায় ভারতের ইনিংস।

এই ম্যাচে স্পষ্ট বোঝা গেল যে সঞ্জু দলে থাকলে মিডল অর্ডারে স্থিতি ও দৃঢ়তা আসে। গিলের সুযোগ পাওয়া একদিক থেকে তাঁর ক্ষতি হলেও প্রমাণ করে দিলেন যে সুযোগ পেলে তিনি কীভাবে দলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেন। ব্যাট হাতে অর্ধশতক এনে দিয়ে আবারও নির্বাচকদের মনে দাগ কাটলেন সঞ্জু।

অন্যদিকে গিল ওপেনিংয়ে ব্যর্থ হওয়ায় চাপ আরও বেড়ে গেল তাঁর উপর। ব্যাটিংয়ের শুরুতেই দ্রুত উইকেট পড়ে ভারত সমস্যায় পড়লেও সঞ্জুর দায়িত্বশীল ইনিংস ও অভিষেক শর্মার ঝড়ো সূচনা ভারতকে লড়াই করার মতো জায়গায় এনে দেয়।

শীঘ্রই ফেডারেশনের নয়া সংবিধান কার্যকরের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সকালেই সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের খসড়া সংবিধানের রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের রায়ে সাময়িক স্বস্তিতে এআইএফএফ। এদিন সকালে রায় দানের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়, মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশনের দায়িত্বে থাকবে বর্তমান কমিটিই। আপাতত নির্বাচন হবে না। ফলে ফিফার নির্বাসনের হাত থেকে রেহাই পেল ফেডারেশন। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যত শীঘ্রই সম্ভব ফেডারেশনের নতুন সংবিধান কার্যকর করতে হবে। ২০১৭ সাল থেকে ফেডারেশনের সংবিধান নিয়ে চলা এই মামলার অবশেষে নিষ্পত্তি হল।

চূড়ান্ত রায়দানের আগে শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বে বর্তমান কমিটি কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। এছাড়াও ফেডারেশনের নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি তিন সদস্যের একটি বিড মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির দায়িত্বে থাকবেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মাননীয় এল. নাগেশ্বর রাও, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য শ্রী কেশবরন মুরুগাসু এবং ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। শীঘ্রই কার্যকরী কমিটির বৈঠক ডেকে সংবিধান নিয়ে আলোচনা করা হবে। সংবিধান সংশোধনও করতে হবে সুপ্রিম নির্দেশেই। এবার আইএসএলের টেন্ডারের জন্য যে কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করতে পারবে ফেডারেশন। ফিফার নির্দেশ অনুযায়ী, নতুন সংবিধান অক্টোবরের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

বিশেষ এক অনুষ্ঠানে একেবারে চাঁদের হাট। ক্রীড়া দুনিয়া থেকে বিনোদন দুনিয়ার বিখ্যাত শিল্পীরা হাজির সেই অনুষ্ঠানে। একদিকে যেমন প্রসেনজিত থেকে বাবুল সুপ্রিয় হাজির ছিলেন, তেমনই ছিলেন মদন মিত্র থেকে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই অনুষ্ঠানেই দেখা গেল ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা ও বরো সাতের চেয়ারম্যান সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জিকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **28 nos. Laying & Distribution line with UPVC Pipes for drinking water supply & 10 nos. Construction of various dev. work under 15th FC tied Fund & Supplying and Installation of Solar Street light 08 nos. from Bridge to Basanta Kumari Girls High School through SH4 in ward no. 16 under MPLAD Fund within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-8e/2025-26, WBMAD/GHATAL/NIT-9e/2025-26 & WBMAD/GHATAL/NIT-10e/2025-26, Date: 19.09.2025, Tender ID: 2025_MAD_905633_1 to 28, 2025_MAD_905972_1 & 2025_MAD_905999_1 to 10.** Details of the tender may be seen from the website https://wbtenders.gov.in and www.ghatalmunicipality.com

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-19/ CH-II BDO/2025-26 DT. 19.09.2025 (Tender ID-2025_ZPHD_906779_1) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে **www.wbtenders.gov.in** এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ নির্বাহী আধিকারিক অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
চন্ডিতলা ২
পঞ্চায়েত সমিতির

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331

E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of thirteen nos work from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **eNIT No.: WBMAD/ULB/DHM/APAS/NIT-07/352(e)/2025-26, Memo No.: K-12(Tender)/A-340/DHM, Dated: 15.09.2025 having Tender ID: 2025_MAD_905161_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.** Bid Submission End Date: **26/09/2025 up to 16.00 hrs.** For details information refer to website: **http//wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

অবাধ ই-টেন্ডার

ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার/মেক./সিঅ্যান্ডডব্লু/বারাণসী/ উত্তর পূর্ব রেলওয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম এবং ওয়ার্কস টেন্ডার ভিত্তিক (টেন্ডার নোটিশ নং এস/সিঅ্যান্ডডব্লু/০৮/২০২৫-২৬ তাং ১৮.০৯.২০২৫) অবাধ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: - **কাজের বিবরণ :-** আনুমানিক মূল্য (টাকায়) -৪,০৫,৯৬,৪০৫.৬২ (চার কোটি পাঁচ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো পাঁচ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা), বিএসবি ডিভিশনের বিএসবিএস এবং সিপিআর এর **মেকানাইজড লন্ড্রির অগমেন্টেশন ক্যাপাসিটি এবং এমএইউ তে ১.৫ টি ক্ষমতার মেকানাইজড লন্ড্রি স্থাপন :** - টেন্ডার জামিন পরিমাণ ৩,৫৩,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ তিপ্পান্ন হাজার টাকা), টেন্ডার নথি মূল্য - নেই (কর্তৃপক্ষ এসজিসিসি, ওয়ার্কস, এপ্রিল ২০২২ রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত উল্লেখ্য পত্র নং ২০২২/সিই-১/সিটি/জিসিসি-২০২২/পলিসি নিউ দিল্লি, তারিখ ২৭.০৪.২০২২)। **মেয়াদ :-** কাজের পরিধি অনুযায়ী সরবরাহ, সংস্থাপন, চালুকরণ : এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৯ মাস। **ওয়ারেন্টি/গ্যারান্টি :** ০২ বছর বা ওইএম নির্দিষ্ট যেটি বেশি : **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় :** ১৮.১০.২০২৫ বেলা ২ টা। ● টেন্ডারদাতারা অনলাইনে তাদের টেন্ডার ১৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ পর্যন্ত দাখিল করতে পারেন। ● সম্পূর্ণ বিস্তারিত এবং টেন্ডার সংযুক্ত করার জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএমই/সিঅ্যান্ডডব্লু/বিএসবি
CPRO/Mech-67 বারাণসী

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা -৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র. নং. ঃ ১; **টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৫৭-২০২৫-২৬-আর, তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** মাইল৫বি - বজবজ শাখার মধ্যে (১৭.৫২ কিমি) স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৪,৯৪,৪৭৫.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৯,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি- ১২৬২-২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৮.০৯.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে যাত্রী কেন্দ্রিক সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬০,৪৬,৮৬৭.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২০,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৬৩-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে প্রয়োজনীয় পাইপ লাইনের কাজ সমেত বিভিন্ন স্টেশনে শৌচালয় ব্লক -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩২,৯৬,৩৬৮.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৬,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি- ওটি-১২৫৬-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ডোমেস্টিক লোড-এর পৃথকীকরণ সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন /শক্তিশালী করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮৫,৬৪,৪৮৯.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৪২,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৫; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি- ওটি-১২৫৯-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** "আক্রা স্টেশনে বিদ্যমান প্যানেল ইন্টারলকিং সিস্টেম-এর নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা প্রতিস্থাপন-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৬,৮৬,৭৪৮.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩৩,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **ক্র. নং. ঃ ৬; টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৬৪-২০২৫-২৬, তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** বারুইপুর, সোনারপুর, বজবজ, বারাসাত, বনগাঁও, রানাঘাট, বহরমপুর কোর্ট, নৈহাটি, ব্যারাকপুর, কাঁচরাপাড়া এবং কৃষ্ণনগর সিটি-তে আরপিএফ অফিসার /স্টাফদের জন্য মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,৪৩,৬৪৪.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫০,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোর পরে। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৬.০৯.২০২৫ তারিখ। বিস্তারিত টেন্ডার নোটিস এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী যে ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।

SDAH-202/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 38/PW/Eng/25 Dt. 24-06-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25

Bid Submission period: 08.10.25 instead of 18.09.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/410/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Narayan Sarkar to H/O Rabindranath Shil (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,62,655.00

Bid Submission end date: **27.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit: http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Khosalpur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 12 nos. development work(s) vide **NIT No.: WB/HOW/KGP/NIT-166/APAS/2025, Date: 19.09.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **19.09.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **09.10.2025 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **13.10.2025 at 11:00 AM.** For details please visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Khosalpur Gram Panchayat

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 524/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 19.09.2025.** Date of Publish of Tender: **19.09.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **09.10.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **13.10.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT-318 to 324/2025-2026 Dated. 19.09.2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of west Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at South 24 Parganas, Bankura, Hooghly, Malda, Dakshin Dinajpur and Nadia District. Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **20.09.2025 after 9.00 am.** Bid submission end date **13.10.2025 upto 3:00 p.m.**

And
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION

The last date of submission of tenders has been extended by The Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:

I. NIeT-199(2nd call)/25-26 Gr No- 1 to 6, Tender ID: 2025_WBAIC_897018_1 to 6 for the district of Burdwan has been extended for bid submission closing to 22.09.2025 upto 9.00 am.

Date: 19.09.2025 **Sd/- Executive Engineer**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/397/25-26 Dated 18.09.2025	Upgradation of Road from Biswajit Dey's House to Bidhan Ch. Naskar's house Via Sumit Chatterjee & Mriganka Mondal in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-68 (Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,54,612.00
WBMAD/ULB/ RSM/398/25-26 Dated 18.09.2025	Upgradation of Road from Sandip pal's House to Haripada Manna's house Extended to Motilal Show's House in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-68(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,79,938.00
WBMAD/ULB/ RSM/399/25-26 Dated 18.09.2025	Repair & Upgradation work of Cover Drain from Chandan Acharya to Dipak Mondal at Sukanta Sarani in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 16 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,91,539.00
WBMAD/ULB/ RSM/400/25-26 Dated 18.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Bimal Krishna Tarafder to Suman Pal in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 52 (Proposul Serial No - 01), within 147 Sonarpur A.C.	Rs. 1,67,814.00
WBMAD/ULB/ RSM/401/25-26 Dated 18.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Ratna Chakraborty to Dipak Mondal at Sukanta Sarani in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No-16 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,99,587.00
WBMAD/ULB/ RSM/402/25-26 Dated 18.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Maity Babu to Dipak Mondal at Kamrabad Jhilpar in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 16 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,87,816.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/411/25-26 Dated 19.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Gobinda Gayen to Sen's House in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 52 (Proposul Serial No - 03), within 147 Sonarpur A.C.	Rs. 1,03,239.00
WBMAD/ULB/ RSM/412/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation for Construction of Concrete Road from Rishi Arabinda Pally Mandir to Ramkrishna Jana's house in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-117(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,42,064.00
WBMAD/ULB/ RSM/413/25-26 Dated 19.09.2025	Repair & Upgradation work to Concrete Road from Sudhanna Hajra of Ashok Mondal in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 52 (Proposal Serial No - 05), within 147 Sonarpur A.C.	Rs. 1,17,117.00
WBMAD/ULB/ RSM/414/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Existing brick pavement to concrete Road from H/O Antony Bhattacharyee near Paschatyapara at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,19,840.00
WBMAD/ULB/ RSM/415/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Anjali Chakraborty to H/O Shibdas Chakraborty near Paschatyapara at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,34,591.00
WBMAD/ULB/ RSM/416/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Concrete Road from Rupa Dutta's Shop to Rajpur Bose para club at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,08,525.00
WBMAD/ULB/ RSM/417/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Road from H/O Chandan Ghosh to H/O Sisir Bose near Bosepukur at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-84(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,17,214.00
WBMAD/ULB/ RSM/418/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Road from Ritabrata's House to Sunil Manna's House Krishna Mandir in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,72,169.00
WBMAD/ULB/ RSM/419/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of Road from Kashinath Pramanik's house to Sandip Bhattacharya's house Near Goutam Para in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,42,306.00
WBMAD/ULB/ RSM/420/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Brick Pavement Road from sandhya Ghosh Garage to Aparna Dhar's house in Ward No-16,Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-82(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,48,999.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/431/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of drain with slab at Bijon Chakraborty sarani near Shibu Banerjee house at Ward No-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-88, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,15,209.00
WBMAD/ULB/ RSM/432/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of road near Monika Chakraborty house at Pannalal Chakraborty Sarani at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,22,421.00
WBMAD/ULB/ RSM/433/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of drain from H/O Dipika Chakraborty to H/O Bacchu at Ward No-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-88, Proposal Sl No-3, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,56,317.00
WBMAD/ULB/ RSM/434/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of road from H/O Ashoke Debnath to H/O Sumita Chakraborty at Pannalal Chakraborty Sarani at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,30,508.00
WBMAD/ULB/ RSM/435/25-26 Dated 19.09.2025	Upgradation of road near H/O of Sambhunath Bhattacharjee at Mishra Para at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,47,950.00
WBMAD/ULB/ RSM/436/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of concrete road from H/O Bikash Karmokar to H/O Bapi Das at Nibedita Park near Saheb Bagan in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-118(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,91,148.00
WBMAD/ULB/ RSM/437/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of concrete road from H/O Khokon Sarkar to club at Vivekananda pally near Vivekananda pally Sporting club in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-118(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,78,033.00
WBMAD/ULB/ RSM/438/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Drain from H/O Debasish Mondal to H/O Sanjib Majumder at Rajpur Govt. Colony and H/O Tarak Mondal to Anil Mondal In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 118, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,99,542.00
WBMAD/ULB/ RSM/439/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of concrete road near Shani Mandir at Saheb Bagan in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-118(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,30,328.00
WBMAD/ULB/ RSM/440/25-26 Dated 19.09.2025	Construction of Drain from H/O Indrani Debnath to H/O Mrityunjoy Bhowmick near Rajpur Govt. Colony In Ward No- 25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 118, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,80,918.00

Bid Submission end date: **29.09.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

EKDIN 20.09.2025 PAGE 8 CHITRANGADA_Layout 1 9/19/2025 10:17 PM Page 1

কংগ্রেসের মঞ্চে প্রথম নারী বক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

পুরুষদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নারীরা রাজনীতির খোলা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রথম যার নাম করতে হয় তিনি হলেন বিশিষ্ট মহিলা চিকিৎসক ও প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের মঞ্চে প্রথম নারী বক্তা। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে কাদম্বিনী যুক্ত ছিলেন এবং কংগ্রেস রাজনীতির তিনি ছিলেন গোঁড়া সমর্থক।

ড. বিমলকুমার শীট

উনিশশতক জাগরণের শতক, মেয়েদের জীবনে উত্তরণের শতক। নারী পুরুষের মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে নানা মত, অনেক বাধা বিপত্তি। তবে ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নারীদের শিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে সমাজ নরম হলেও রাজনীতি প্রাঙ্গণে তাদের উপস্থিতি সমাজ ভালোভাবে নেয়নি। পুরুষদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নারীরা রাজনীতির খোলা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রথম যার নাম করতে হয় তিনি হলেন বিশিষ্ট মহিলা চিকিৎসক ও প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের মঞ্চে প্রথম নারী বক্তা। জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে কাদম্বিনী যুক্ত ছিলেন এবং কংগ্রেস রাজনীতির তিনি ছিলেন গোঁড়া সমর্থক।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা ব্রজকিশোর বসু ছিলেন বরিশাল জেলার লোক এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, তাঁর এবং অভয়চরণ মল্লিকের নেতৃত্বে ভাগলপুরে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা। তাঁরা মহিলাদের সংগঠন ভাগলপুর মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। ১৮৬৩ সালে এই ঘটনা ছিল ভারতে প্রথম। কাদম্বিনীর স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন স্বদেশসেবী ও স্ত্রী শিক্ষায় আগ্রহী। কলকাতার সাথে সাথে বরিশাল ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলের মহিলারা প্রকাশ্যে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। বরিশালের শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দিরে বক্তার আসন থেকে ধর্মোপদেশ দিয়ে ছিলেন বলে সেখানে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই ভাবেই সংকোচ কাটিয়েও মেয়েরা সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে থাকে। অন্যদিকে গনতন্ত্রের পিঠস্থান ইংল্যান্ডের স্ত্রী স্বাধীনতা আমার দেশের ইংল্যাণ্ডগামী দম্পতিদের মুগ্ধ করেছিল। কৃষ্ণভামিনী দেবী স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে ছিলেন। সেখানকার স্ত্রী স্বাধীনতা তাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছেন 'ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ডিগ্রী ধারী হয়ে নিজেদের সুখ খুঁজতেই বেশি ব্যস্ত হলেন। ঘরে বন্দী মেয়েদের চোখের জল তাদের বিচলিত করল না। আমরা যদি ইংরেজ মেয়েদের মতো ভোটাধিকারের লড়াইয়ের মতো আন্দোলন করতে পারি আমাদের মুক্তির জন্য, তবে হয়ত তাদের টনক নড়বে'। এ থেকে নারী স্বাধীনতা ও আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আগ্রহের কথা বোঝা যায় ।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মতো পণ্ডিত ও প্রখ্যাত শিক্ষকদের সুযোগ্য ছাত্রী কাদম্বিনী মনে করতেন উপযুক্ত শিক্ষাই নারী সমাজের উন্নতির বাহন হতে পারে। তিনি বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে কুটিরশিল্প প্রসারে উৎসাহিত করতেন। কাদম্বিনী চাইতেন ভারতীয় নারীদের দৃষ্টি প্রসারিত হোক এবং এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার ঘটনাবলীর বিচার বিশ্লেষণের জন্য Bengal Ladies Association এ যোগ দেন । ১৮৮০ সালে তিনি এই সংস্থার সম্পাদিকা হন । তাঁর সহযোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, অবলা দাস, কামিনী রায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত কাদম্বিনীর দেশপ্রেম ছিল অত্যন্ত গভীর, অবশ্য তাঁর স্বামী দ্বারকানাথের সহায়তা

ছিল। সমসাময়িক রাজনীতিতে কাদম্বিনী অংশ গ্রহণই তার সাক্ষ্য বহন করে। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেসের ৫ম বাৎসরিক অধিবেশন বসে। তাতে সভাপতিত্ব করেন উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন। ইনি ছিলেন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। এই বোম্বে অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী মহিলা প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। অধিবেশনে সভাপতিকে ধন্যবাদজ্ঞাপনের জন্য তাকে মঞ্চে আহ্বান করা হয়। তিনিই কংগ্রেসের মঞ্চে ভাষণ দেন এবং তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম মহিলা ভাষণ প্রদানকারিণী। ১৮৯০ সালে ফিরোজ শাহ মেহতার সভাপতিত্বে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে কাদম্বিনী প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। স্বদেশী বয়কট আন্দোলনকালে ১৯০৬ সালে কলকাতায় দাদাভাই নৌরোজীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসে বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাদম্বিনী। ইংরেজী ভাষায় যে জ্বালাময়ী ভাষণ তিনি দেন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি অ্যানি বেসান্ত। পরেরদিন প্রভাতী সংবাদ পত্রে প্রথম পাতাতেই কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন— the first woman who spoke from the Congress platform – is a symbol of the Indias freedom – would uplift Indias womanhood. এই অধিবেশনের পাশাপাশি যে নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাঁর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন কাদম্বিনী। দেশের রাজনীতির চতুসীমা মধ্যে কাদম্বিনীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে গান্ধীজী নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে তাদের উপর বর্ণবৈষম্যবাদী সরকার হল প্রচণ্ড মারমুখী। বিচারে সত্যাগ্রহীদের ট্রান্সভাল থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। ট্রান্সভাল সরকারের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি উঠল। ঐ সময় কাদম্বিনী কলকাতায় এক জনসভার আয়োজন করেন এবং তিনি নিজে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় তিনি ট্রান্সভালে আন্দোলনরত সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। এইসব সত্যাগ্রহীদের সাহায্যের জন্য তিনি একটি সভাও গঠন করেন এবং প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী ভারতে এসে পৌঁছান এবং প্রায় ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিলিত হন । কলকাতায়ও তিনি আসেন। কলকাতা ভ্রমণকালে গান্ধীজীকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ এক সভার আয়োজন করে। কাদম্বিনী গান্ধীজীর আন্দোলনকে মনে প্রানে সমর্থন করতেন।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত মানবতাবাদী। মালিকদের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং মনে করতেন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অবিলম্বে এই শোষণের অবসান ঘটান উচিত। আসামের চা-বাগানের শ্রমিক নিয়োগের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর স্বামী দ্বারকানাথের বিবৃতি তিনি সমর্থন করেন। ১৯২২ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং কামিনী রায়ের সঙ্গে কয়লা খনির নারী শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিহার ও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করেন। দুর্গত এলাকায় গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা, তাদের সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা কাদম্বিনীর এসব কাজ মানুষকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করল।

কাদম্বিনী সকল দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে সফল এবং স্বাধীণ ব্রাহ্ম নারী। খ্রিস্টান নারীদের চেয়ে তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন। আট সন্তানের জননী হয়েও কাদম্বিনী দেবী স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন, নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি চিকিৎসা পেশাটিকে সমান গুরুত্ব দিতেন। ১৯২৩ সালে ২৩শে অক্টোবর কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটে। ভারতীয় নারীদের কাছে আজও তিনি আদর্শস্থানীয়।

কথিত আছে জমিদার বাড়ির মৃৎশিল্পীকে স্বপ্নাদেশে মূর্তি তৈরির কথা বলেছিলেন স্বয়ং মা

জয়ন্ত রায় • মহেশতলা

মহেশতলার আকড়ার এই ঠাকুরদালানে জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রর প্রাসাদোপম বাড়ির তিনশো বছরের বনেদী পুজোয় নিয়ম নিষ্ঠা আজও অটুট। প্রায় তিনশো বছর আগে তৎকালীন কৃষ্ণনগর গ্রামের জমিদার কৃষ্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় দু বিঘে জমি নিয়ে সাতমহল্লার বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির ভিতর দেবী মা দুর্গার আহ্বান করতে চোখ ধাঁধানো নাটমন্দির তৈরি করে মা য়ের আরাধনার সূচনা করেছিলেন। পুজোর নির্ঘণ্ট মেনেই নিয়ম নিষ্ঠা আর জাঁকজমকে যেমন কোন প্রকার খামতি ছিল না ঠিক তেমনি এই পুজোকে কেন্দ্র করে জমিদার বাড়িতে পাত পেতে শয়ে শয়ে গ্রামের মানুষের ভুরিভোজও চলত। সেই সময়ে প্রায় প্রতিদিনই পালা করে যাত্রা হত, যা দেখতে ভিড় জমাতো শয়ে শয়ে গ্রামবাসী। হ্যাজাক আর লণ্ঠনের আলোর মাঝে তৈরি, খোলা স্টেজে যাত্রা দলের অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করতেন। তবে জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুযায়ী তৎকালীন সেই কৃষ্ণনগর গ্রামকে আর গ্রাম বলা যাবে না। বর্তমানে তা* মহেশতলা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আকড়া কৃষ্ণনগর শহুরে চেহারায় বদলে গিয়েছে।* গ্রাম থেকে শহরে পরিণত হলেও, জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র জমিদারের* সাতমহল্লার বাড়ির নাটমন্দিরের* দুর্গা পুজো এখনও চলছে। তবে আগের সেই জাঁকজমক জৌলুষ অনেকটাই কমে গেলেও পুজোর নিয়ম নিষ্ঠার ব্যাপারে কোনও খামতি নেই।যা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তার নজরদারি করেন বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণা ৮০ বছরের প্রতিমা মুখোপাধ্যায়। এক সময় তিনি ও তাঁর যা মিলে পুজোর কদিন উপোস করে মায়ের ভোগ রান্না থেকে যাবতীয় উপকরনের ব্যবস্থা করতেন। প্রতিমা দেবী এবং তাঁর বড় ছেলে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী তারা অনেকদিন ধরেই পরিবারের দুর্গা পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। তারা তাদের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে জানান 'মা দুর্গা তিনশো বছর ধরে এই নাটমন্দিরে আছেন। পুজোর ক দিন চিন্ময়ী রূপে ধরা দেন। অন্য সময় অদৃশ্য থাকলেও তাঁর উপস্হিতি নাটমন্দিরে এলেই টের পাই। বছর ৩০ আগে কোনও কারণে পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেবার রাতের দিকে নাটমন্দির থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসছিল। কখনো কখনো বাচ্চা মেয়ের কান্নার আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিলো। পুজো না পেয়ে সেদিন মা নাটমন্দির চত্বরেই ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। হয়তো বলতে চেয়েছিলেন পুজো বন্ধ করে আমাকে বাইরে ফেলে রাখিস না। কথিত আছে যে মৃৎশিল্পী প্রতিমা তৈরি করতেন তাকে স্বপ্নে ধরা দিয়ে মা বলেছিলেন 'নাটমন্দিরে যা, সেখানে গিয়ে আমার মূর্তি তৈরি কর। তাহলে ফের ওখানে পুজো শুরু হবে।' সত্যি সত্যিই এরপর ঠিক তাই হয়েছিল। পুজো শুরু হওয়ার পর আর ঘুঙুরের আওয়াজ এবং বাচ্চার কান্নার আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল না।

প্রণব বাবুর কথা অনুযায়ী ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পুজোকে কেন্দ্র করে তিন দিনই পাঠা বলি দেওয়া হলেও, বর্তমানে সেই পাঠা বলি আর হয় না। তার পরিবর্তে আখ বলি দেওয়া হয়। পরিবারের বাকি সদস্যরাও তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় লোক বল কমেছে। সেই কারণে পুজোকে কেন্দ্র করে আর যাত্রা পালাও হয় না। তবে নাটমন্দিরের মতন পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিব মন্দির রয়েছে। যেখানে নিয়মিত পূজো হয় আজও।

ফিরুক বই পড়ার অভ্যাস, বাঁচুক লাইব্রেরি
বার্তা লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের

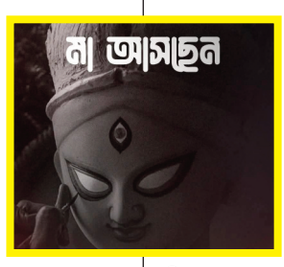

শুভাশিস বিশ্বাস

প্রযুক্তি আর মানুষের ভোগবাদিতা নষ্ট করছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। কিন্তু এই বৃষ্টিকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, হিমালয় আর মেরুর বরফকে গলিয়ে দিচ্ছে, নদীগুলো মরে যাচ্ছে, খনিজসম্পদ তুলে তুলে শূন্য করে দিচ্ছে পৃথিবীর জঠর, ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে উঠছে মাটির অভ্যন্তর আর ছিঁড়ে খুবলে তছনছ করে ফেলা হচ্ছে ওজন-লেয়ারকে। ফলে শুরু হয়েছে ভয়ংকর পরিবেশ বিপর্যয়। অথচ এই প্রযুক্তিই একদা মানুষকে অন্যান্য প্রাণিজগৎ থেকে আলাদা করে অনুভূতি প্রবণ এক প্রাণীতে রূপান্তরিত করেছিল। মানুষ পাথর ছুড়ে বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করে, আগুন জ্বেলে, লোহা ব্যবহার করে, গুহার দেয়ালে এঁকে-লিখে, গাছের ছালপাতা-চামড়া-পাথরে লিখে লিখে নিজের মনের ভাব বোঝাতো। এরপর সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই ছবিই আকার নিল ভাষার। এরপর তা এসে দাঁড়ায় কাগজের মুদ্রণে।এ সবই প্রযুক্তিরই মধ্য দিয়ে হয়েছে। তবে সেই মুদ্রিত বইটিও আজ সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। কারণ, সবকিছুই এখন মেলে ওয়েবসাইটে। শুধু তাই নয়, এই আধুনিক প্রযুক্তির হাত ধরে এখন ই-বুক হয়তো, থ্রি-ডাইমেনশনাল বই তৈরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যাতে পাঠকের সঙ্গে বইয়ের সেই ঐকান্তিক সম্পর্ক নষ্ট করছে ভয়াবহ ভাবে।

আর এই বই না পড়ার কারণে অধিকাংশ নতুন প্রজন্ম অন্তসারশূন্য হয়ে বেড়ে উঠছে। তাঁরা ভুলেছে নতুন বইয়ের সেই মিষ্টি গন্ধ। সত্যি বলতে শিক্ষার হার বাড়লেও বই পড়ার অভ্যাস গাণিতিকহারে কমেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্কুল আর কোচিং সেন্টারে দৌড়াতে গিয়ে

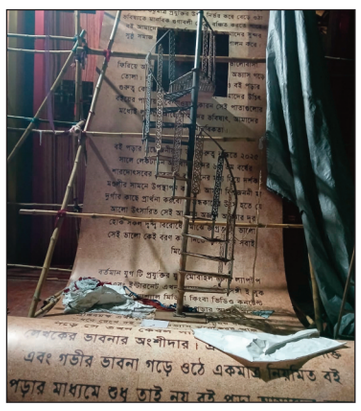

শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য বই পড়তে আগ্রহ হারাচ্ছে। তরুণদের মধ্যে ব্যাপক অংশ ইন্টারনেট, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে।*অথচ, দেহকে বাঁচাতে গেলে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি আত্মার খাদ্য বই। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী তার 'বই কেনা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'রুটি, মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার দুটি চোখ কালো হবে, কিন্তু বই অনন্ত যৌবনা।' তাই তরুণ প্রজন্মকে অবশ্যই ভাবতে হবে বই পড়া নিয়ে। কারণ, বই মানুষের যুক্তিবুদ্ধি বাড়ায়, চিন্তাশীল করে এবং ভিতরে থাকা সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। আর সেই কারণেই 'ই-বুক' নয়, বই পড়ার সেই পুরনো অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনার বার্তাই দিতে চেয়েছে লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দ তাদের ৬৩ তম বর্ষের পুজোর থিমে। থিমের শীর্ষক সেখানে 'তবু মনে রেখো।'

এই থিমের সৃজনে রয়েছেন শিল্পী সুবল পাল। মণ্ডপে প্রবেশের পথেই নজরে আসবে একাধিক ইনস্টলেশন, যা বইয়ের নানা অংশকে তুলে ধরেছে নানা ভাবে। কোথাও এই ইনস্টলেশন রূপ নিয়েছে এক স্পাইরাল বাইন্ডিংয়ের, আবার কোথাও তা ধরা পড়ছে বইয়ের প্রচ্ছদ হিসেবে। প্রবেশ পথ দিয়ে দেবী দুর্গাকে দর্শনের জন্য একটু এগোলেই একেবারে হঠাৎ -ই যেন পৌঁছে যাবেন বেশ পুরনো এক লাইব্রেরির মধ্যে। মূল মণ্ডপের এই অংশ তৈরি হয়েছে কাঠে। যেমন হতো পুরনো কোনও লাইব্রেরির অন্দরের অবয়ব। আর যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই নজরে আসবে হাজারো বই। নানা বিষয়ের কমপক্ষে হাজার পঁচিশেক বই এখানে দেখতে পাবেনই। আসলে বর্তমান প্রজন্মের বই পড়ার অভ্যাস যেমন কমেছে ঠিক তেমনই সমানুপাতিক হারে কমছে লাইব্রেরির সংখ্যাও। আর সেই কারণেই শিল্পী সুবল পাল এবং লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের পুজো উদ্যোক্তারা চান 'ই-বুক' নয়, বই পড়ার অভ্যাস ফিরুক নতুন প্রজন্মের কাছে। তারই হাত ধরে ধুঁকতে থাকা লাইব্রেরিগুলোরও প্রাণ ফিরুক। পাশাপাশি নতুন প্রজন্ম বুঝুক, বই পড়ার মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য মাদকতা, তা মেলে না 'ই-বুকে'। এই মূল মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই থাকছে পুরনো দিনের প্রেসে ব্যবহার করা এক মেশিন। আর এই মেশিন শুধু রাখা থাকছে তাই নয়, ঠিক কী ভাবে ছাপার কাজ হতো তাও দেখানো হবে এই মেশিনে। এছাড়াও মণ্ডপে থাকছে কাগজের তৈরি বানানো বেশ কিছু পাখির প্রতিকৃতি। যা দেখে আপনি নস্ট্যালজিক হয়ে পড়তে বাধ্য। কারণ, পুরনো বইয়ের পাতা ছিঁড়ে কে বানায়নি পাখি বা নৌকা। আমরা অনেকেই এই মহান 'কম্ম'টি করেছি বড়দের নজর এড়িয়ে।

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বানানো হচ্ছে প্রতিমাও।প্রতিমার রূপদান করছেন শিল্পী সুবল পাল স্বয়ং। সঙ্গে আলোকসজ্জাতেও থাকছে বড় চমক। চন্দননগরের আলোর এক বড় আকর্ষণ রয়েছে কলকাতার মানুষের কাছে। সেই কারণেই এবার আলোর দায়িত্বে চন্দননগরের মা মনসা ইলেকট্রনিক্স। চন্দননগরের এই আলোকসজ্জা যে মন কাড়বে দর্শনার্থীদের তা বলাই বাহুল্য।

লেকটাউনের এই পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন হবে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। এরপর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২৪ বা ২৫ সেপ্টেম্বর। পুজো উদ্বোধনের পর নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে চোখের নিমেষে কেটে যায় পুজোর কয়েকটা দিন। এরই মাঝে অষ্টমীর দিন প্রায় দিনভর পুজো মণ্ডপ থেকে বিতরণ করা হয় ভোগ। এই ভোগ সর্বসাধারণের জন্য। তারও আগে সপ্তমীর দিন পথশিশুদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় এক পুজো পরিক্রমার। আর লক্ষ্মীপুজোয় থাকে বস্ত্রবিতরণের অনুষ্ঠান। এতো সব কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয় ২২ লাখ টাকায়। গত বারের মতো সেই একই পুজোর বাজেট এবারও লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের। বাজারদর আকাশছোঁয়া হলেও পুজোয় কোনও খামতি রাখতে নারাজ পুজো উদ্যোক্তারা। এরপর বিজয়া দশমীর পরদিন একাদশীতে হয় মায়ের নিরঞ্জন। আর এই নিরঞ্জনে অংশ নেন পুজো উদ্যোক্তা থেকে এলাকাবাসী। এরপর মাকে এ বছরের মতো বিদায় জানিয়ে ফের নতুন করে পথ চলা শুরু লেকটাউন অধিবাসীবৃন্দের।